বিংশতি অধ্যায়

মৈত্রেয়-বিদুর সংবাদ

শ্লোক ১

শৌনক উবাচ

মহীং প্রতিষ্ঠামধ্যস্য সৌতে স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ।
কান্যন্বতিষ্ঠদ্ দ্বারাণি মার্গায়াবরজন্মনাম্ ॥ ১ ॥

শৌনকঃ— শৌনক; **উবাচ**—বললেন; **মহীম্**—পৃথিবী; **প্রতিষ্ঠাম্**—স্থিত; **অধ্যস্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **সৌতে**—হে সূত গোস্বামী; **স্বায়ম্ভুবঃ**—স্বায়ম্ভুব; **মনুঃ**—মনু; **কানি**—কি; **অন্বতিষ্ঠৎ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **দ্বারাণি**—পন্থা; **মার্গায়**—বের হওয়ার জন্য; **অবর**—পরে; **জন্মনাম্**—জন্ম-গ্রহণকারীদের।

অনুবাদ

শ্রীশৌনক জিজ্ঞাসা করলেন—হে সূত গোস্বামী! পৃথিবী কক্ষপথে পুনরায় স্থাপিত হলে, জড় জগতে জন্ম-গ্রহণকারী জীবেদের মুক্তির জন্য স্বায়ম্ভুব মনু কি মার্গ প্রদর্শন করেছিলেন?

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভগবান আদি বরাহরূপে অবতরণ করেছিলেন, আর বর্তমান সময় হচ্ছে বৈবস্বত মন্বন্তর। প্রত্যেক মনুর কালের অবধি বাহাত্তর চতুর্যুগ, এবং এক চতুর্যুগের স্থিতি হচ্ছে ৪৩,২০,০০০ সৌর বৎসর। অতএব এক-একজন মনুর রাজত্বকাল হচ্ছে ৪৩,২০,০০০×৭২ সৌর বৎসর। প্রত্যেক মন্বন্তরে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন হয়, এবং ব্রহ্মার এক দিনে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয়। এখানে বোঝা যায় যে, জড় সুখভোগের জন্য জড় জগতে আগত বদ্ধ জীবেদের উদ্ধারের জন্য, মনু শাস্ত্র-বিধি প্রণয়ন করেন। ভগবান এতই কৃপাময় যে, কেউ যখন এই জড় জগতে আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তখন তিনি তাদের সেই

মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য সব রকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন, এবং সেই সঙ্গে তিনি তাদের মুক্তির পথও প্রদর্শন করেন। তাই, শৌনক ঋষি সূত গোস্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "পৃথিবীকে তার কক্ষপথে পুনঃস্থাপিত করা হলে, স্বায়ম্ভুব মনু কি করেছিলেন?"

শ্লোক ২

ক্ষত্তা মহাভাগবতঃ কৃষ্ণস্যৈকান্তিকঃ সুহৃৎ ।
যস্তত্যাজাগ্রজং কৃষ্ণে সাপত্যমঘবানিতি ॥ ২ ॥

ক্ষত্তা—বিদুর; **মহা-ভাগবতঃ**—ভগবানের মহান ভক্ত; **কৃষ্ণস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **একান্তিকঃ**—ঐকান্তিক ভক্ত; **সুহৃৎ**—অন্তরঙ্গ সখা; **যঃ**—যিনি; **তত্যাজ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **অগ্র-জম্**—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র); **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণের প্রতি; **স-অপত্যম্**—তার শত পুত্র সহ; **অঘ-বান্**—অপরাধী; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ফলে, শত পুত্র সহ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গ যিনি ত্যাগ করেছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত এবং সখা, সেই বিদুরের সম্বন্ধে শৌনক ঋষি প্রশ্ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে যে-ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে, বিদুর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয় ত্যাগ করে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন, এবং হরিদ্বারে মৈত্রেয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। এখানে মৈত্রেয় ঋষি এবং বিদুরের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল, শৌনক ঋষি সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন। বিদুরের যোগ্যতা ছিল যে, তিনি কেবল ভগবানের সখাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভগবানের মহান ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ যখন জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা করছিলেন, তখন কৌরবেরা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল; তাই তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ক্ষত্তা বা বিদুর রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেছিলেন। ভক্তরূপে বিদুর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন যে, কোথাও যদি শ্রীকৃষ্ণের সম্মান না করা হয়, তা হলে সেই স্থানটি মানুষের বসবাসের অযোগ্য । ভক্ত তাঁর নিজের ব্যাপারে সহিষ্ণু হতে পারেন, কিন্তু ভগবান অথবা ভগবানের ভক্তের প্রতি যদি

অনুচিত আচরণ করা হয়, তা হলে তাঁর পক্ষে তা সহ্য করা উচিত নয়। এখানে *অঘবান্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তা ইঙ্গিত করে যে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র কৌরবেরা কৃষ্ণের উপদেশ লঙ্ঘন করার পাপে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩

দ্বৈপায়নাদনবরো মহিত্বে তস্য দেহজঃ ।
সর্বাত্মনা শ্রিতঃ কৃষ্ণং তৎপরাংশ্চাপ্যনুব্রতঃ ॥ ৩ ॥

দ্বৈপায়নাৎ—ব্যাসদেব থেকে; **অনবরঃ**—কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়; **মহিত্বে**—মহিমায়; **তস্য**—তাঁর (ব্যাসদেবের); **দেহ-জঃ**—তাঁর দেহ থেকে জাত; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বান্তঃকরণে; **শ্রিতঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **তৎ-পরান্**—তাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **অনুব্রতঃ**—অনুসরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

ব্যাসদেবের দেহ থেকে বিদুরের জন্ম হয়েছিল, এবং তিনি তাঁর থেকে কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। এইভাবে তিনি সর্বান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।

তাৎপর্য

বিদুরের ইতিহাস হল এই যে, তাঁর জন্ম হয়েছিল এক শূদ্র মাতার গর্ভে, কিন্তু তাঁর পিতা ছিলেন ব্যাসদেব; তার ফলে তিনি কোন অংশে ব্যাসদেব থেকে ন্যূন ছিলেন না। নারায়ণের অবতার এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের প্রণেতা একজন মহান পিতার সন্তান হওয়ার ফলে, বিদুরও ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর আরাধ্য ভগবানরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সর্বান্তঃকরণে তাঁর উপদেশ পালন করেছিলেন।

শ্লোক ৪

কিমন্বপৃচ্ছন্মৈত্রেয়ং বিরজাস্তীর্থসেবয়া ।
উপগম্য কুশাবর্ত আসীনং তত্ত্ববিত্তমম্ ॥ ৪ ॥

কিম্—কি; **অন্বপৃচ্ছৎ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **মৈত্রেয়ম্**—মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে; **বিরজাঃ**—বিদুর, যিনি ছিলেন নিষ্কলুষ; **তীর্থ-সেবয়া**—পবিত্র তীর্থস্থানে ভ্রমণ করার দ্বারা; **উপগম্য**—মিলিত হয়ে; **কুশাবর্তে**—কুশাবর্ত (হরিদ্বার) নামক স্থানে; **আসীনম্**—স্থিত; **তত্ত্ব-বিৎ-তমম্**—পারমার্থিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে যিনি সব চাইতে অভিজ্ঞ।

অনুবাদ

পবিত্র তীর্থ-স্থানসমূহে পর্যটন করে বিদুর সর্বতোভাবে কলুষমুক্ত হয়েছিলেন, এবং অবশেষে হরিদ্বারে পৌঁছে, তিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ পরমার্থ-তত্ত্ববিৎ মহর্ষি মৈত্রেয়ের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন, এবং তাঁর কাছে নানা রকম প্রশ্ন করেছিলেন। তাই শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করেছেন—মৈত্রেয়ের কাছে বিদুর আর কি প্রশ্ন করেছিলেন?

তাৎপর্য

এখানে *বিরজাস্তীর্থসেবয়া* কথাটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, বিদুর তীর্থস্থানে ভ্রমণ করার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে শত-শত পবিত্র তীর্থস্থান রয়েছে, যার মধ্যে প্রয়াগ, হরিদ্বার, বৃন্দাবন এবং রামেশ্বরমকে মুখ্য বলে বিবেচনা করা হয়। রাজনীতি এবং কূটনীতিতে পূর্ণ তাঁর গৃহকে ত্যাগ করার পর, বিদুর সমস্ত পবিত্র স্থানে ভ্রমণ করে নির্মল হতে চেয়েছিলেন। তীর্থস্থানগুলি এমনই যে, সেখানে গেলে আপনা থেকে পবিত্র হওয়া যায়। বৃন্দাবনের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে সত্য; যে-কোন মানুষ সেখানে যেতে পারে, এবং তা তিনি যতই পাপী হোন না কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ এমন একটি চিন্ময় পরিবেশের সংস্পর্শে আসবেন, যার ফলে আপনা থেকেই তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার নাম কীর্তন করতে থাকবেন। আমরা স্বচক্ষে তা দেখেছি এবং অনুভব করেছি। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কর্মবহুল জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার পর, বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করে নিজেকে পবিত্র করার জন্য সমস্ত তীর্থ-স্থানগুলি ভ্রমণ করা উচিত। বিদুর সর্বতোভাবে সেই কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন, এবং চরমে তিনি কুশাবর্ত বা হরিদ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেখানে মৈত্রেয় ঋষি বিরাজ করছিলেন।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, কেবল স্নান করার জন্য পবিত্র তীর্থে যাওয়া উচিত নয়, পক্ষান্তরে মৈত্রেয়ের মতো মহর্ষির অনুসন্ধান করে, তাঁদের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করাই হচ্ছে তীর্থযাত্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কেউ যদি তা না

করে, তা হলে তার তীর্থ-পর্যটন কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। একজন মহান বৈষ্ণব-আচার্য নরোত্তম দাস ঠাকুর বর্তমান কালে তীর্থ-পর্যটন করতে নিষেধ করেছেন, কেননা এই যুগে সময়ের এমনই পরিবর্তন হয়েছে যে, তীর্থস্থানে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার দেখে, ঐকান্তিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধ ধারণার উদয় হতে পারে। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, তীর্থ-ভ্রমণের ক্লেশ স্বীকার করার পরিবর্তে, কেবল গোবিন্দের চিন্তায় মনকে একাগ্রীভূত করা উচিত, এবং তার ফলে তার যথার্থ লাভ হবে। নিঃসন্দেহে, যে-কোন স্থানে গোবিন্দের চিন্তায় মনকে একাগ্রীভূত করার পন্থাটি হচ্ছে তাঁদের জন্য, যাঁরা পারমার্থিক দিক দিয়ে সব চাইতে উন্নত; তা সাধারণ মানুষদের জন্য নয়। তবে সাধারণ মানুষেরা প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন এবং হরিদ্বার আদি পবিত্র তীর্থে ভ্রমণ করে লাভবান হতে পারেন।

এই শ্লোকে ভগবৎ তত্ত্ববেত্তা বা তত্ত্ববিৎ ব্যক্তির অনুসন্ধান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তত্ত্ববিৎ মানে হচ্ছে 'যিনি পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত'। অনেক কপট পরমার্থবাদী রয়েছে, এমন কি তীর্থ-স্থানগুলিতেও। এই প্রকার মানুষেরা সর্বদাই বর্তমান, এবং প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা সহকারে সেই ব্যক্তির অন্বেষণ করা উচিত, যাঁর কাছ থেকে প্রকৃতপক্ষে উপদেশ গ্রহণ করা যেতে পারে; তা হলেই তীর্থস্থানে ভ্রমণ করে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা সফল হবে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সব রকম কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তির অন্বেষণ করা। শ্রীকৃষ্ণ ঐকান্তিক ব্যক্তিদের সাহায্য করেন। যে-সম্বন্ধে *চৈতন্য-চরিতামৃততে* উল্লেখ করা হয়েছে, *গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে*—শ্রীগুরুদেব এবং কৃষ্ণের কৃপায় মুক্তির পন্থা বা ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে পারমার্থিক মুক্তির অন্বেষণ করেন, তা হলে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বুদ্ধি প্রদান করেন, যার ফলে তিনি একজন সদ্‌গুরুর সন্ধান পান। মৈত্রেয়ের মতো সদ্‌গুরুর কৃপায় উপযুক্ত উপদেশ লাভ করার মাধ্যমে পারমার্থিক প্রগতি সাধন সম্ভব হয়।

শ্লোক ৫

তয়োঃ সংবদতোঃ সূত প্রবৃত্তা হ্যমলাঃ কথাঃ ।
আপো গাঙ্গা ইবাঘঘ্নীর্হরেঃ পাদাম্বুজাশ্রয়াঃ ॥ ৫ ॥

তয়োঃ—তাঁরা দুই জনে (মৈত্রেয় এবং বিদুর) যখন; সংবদতোঃ—বার্তালাপ করছিলেন; সূত—হে সূত; প্রবৃত্তাঃ—উদয় হয়েছিল; হি—নিশ্চয়ই; অমলাঃ—নির্মল;

কথাঃ—আখ্যান; **আপঃ**—জল; **গাঙ্গাঃ**—গঙ্গা নদীর; **ইব**—মতো; **অঘ-ঘ্নীঃ**—সমস্ত পাপ বিনাশকারী; **হরেঃ**—ভগবানের; **পাদ-অম্বুজ**—শ্রীপাদপদ্ম; **আশ্রয়াঃ**—আশ্রিত।

অনুবাদ

শৌনক ঋষি প্রশ্ন করেছিলেন—বিদুর এবং মৈত্রেয়ের মধ্যে যে বার্তালাপ হয়েছিল, তখন তা নিশ্চয়ই ভগবানের নির্মল লীলা-বিলাসের আলোচনা হয়েছিল। সেই সমস্ত আখ্যান শ্রবণ করা ঠিক গঙ্গার জলে স্নান করার মতো, কেননা তার ফলে মানুষ তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে।

তাৎপর্য

গঙ্গার জল পবিত্র কেননা তা ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে প্রবাহিত হয়। *ভগবদ্গীতা* গঙ্গার জলের মতোই পবিত্র, কেননা তা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত। ভগবানের যে কোন লীলা অথবা তাঁর দিব্য কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রত্যেক ঘটনার ক্ষেত্রেই এই কথা সত্য। ভগবান পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর বাণী, তাঁর স্বেদ অথবা তাঁর লীলা-বিলাসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। গঙ্গার জল, তাঁর লীলা-বিলাসের বর্ণনা এবং তাঁর শ্রীমুখের বাণী সবই পরম স্তরে, এবং তাই তাদের যে-কোন একটির আশ্রয় গ্রহণ করাই সমানভাবে মঙ্গলজনক। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত যে-কোন বস্তুই দিব্য এবং অপ্রাকৃত। আমরা যদি আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক করতে পারি, তা হলে আমরা আর জড় স্তরে থাকব না, পক্ষান্তরে সর্বদা চিন্ময় স্তরে বিরাজ করব।

শ্লোক ৬

তা নঃ কীর্তয় ভদ্রং তে কীর্তন্যোদারকর্মণঃ ।
রসজ্ঞঃ কো নু তৃপ্যেত হরিলীলামৃতং পিবন্ ॥ ৬ ॥

তাঃ—সেই কথা; **নঃ**—আমাদের কাছে; **কীর্তয়**—বর্ণনা করুন; **ভদ্রম্ তে**—আপনার সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক; **কীর্তন্য**—কীর্তন করা উচিত; **উদার**—উদার; **কর্মণঃ**—কার্যকলাপ; **রস-জ্ঞঃ**—রসিক ভক্ত; **কঃ**—কে; **নু**—বাস্তবিক; **তৃপ্যেত**—তৃপ্তি অনুভব করবে; **হরি-লীলা-অমৃতম্**—ভগবানের লীলামৃত; **পিবন্**—পান করে।

অনুবাদ

হে সূত গোস্বামী, আপনার সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক! দয়া করে আপনি আমাদের কাছে অত্যন্ত উদার এবং কীর্তনীয় ভগবানের কার্যকলাপ বর্ণনা করুন। এমন কোন্ ভক্ত রয়েছেন যিনি ভগবানের এই অমৃতময়ী লীলা-বিলাসের বর্ণনা শ্রবণ করে তৃপ্ত হতে পারেন?

তাৎপর্য

সর্বদা চিন্ময় স্তরে অনুষ্ঠিত ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসের বর্ণনা ভগবদ্ভক্তদের শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করা উচিত। যাঁরা প্রকৃত পক্ষে চিন্ময় স্তরে রয়েছেন, তাঁরা কখনও ভগবানের লীলা-বিলাসের বর্ণনা শ্রবণ করে তৃপ্ত হতে পারেন না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, যদি কোন আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তি *ভগবদ্গীতা* পাঠ করেন, তা হলে তিনি কখনই তৃপ্ত হতে পারবেন না। *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* কেউ হাজার হাজার বার পড়তে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভক্ত নিঃসন্দেহে নতুন নতুন বিষয় আস্বাদন করবেন।

শ্লোক ৭

এবমুগ্রশ্রবাঃ পৃষ্ট ঋষিভির্নৈমিষায়নৈঃ ।
ভগবত্যর্পিতাধ্যাত্মস্তানাহ শ্রূয়তামিতি ॥ ৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **উগ্রশ্রবাঃ**—সূত গোস্বামী; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **ঋষিভিঃ**—ঋষিগণ কর্তৃক; **নৈমিষ-অয়নৈঃ**—যাঁরা নৈমিষারণ্যে সমবেত হয়েছিলেন; **ভগবতি**—ভগবানকে; **অর্পিত**—সমর্পিত; **অধ্যাত্মঃ**—তাঁর মন; **তান্**—তাদের কাছে; **আহ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **শ্রূয়তাম্**—শ্রবণ করুন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

নৈমিষারণ্যের মহর্ষিগণ কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে, রোমহর্ষণের পুত্র সূত গোস্বামী, যাঁর চিত্ত সর্বদাই ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসে মগ্ন ছিল, তিনি বললেন—আমি এখন যা বলব, দয়া করে আপনারা তা শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৮

সূত উবাচ
হরের্ধৃতক্রোড়তনোঃ স্বমায়য়া
নিশম্য গোরুদ্ধরণং রসাতলাৎ ।
লীলাং হিরণ্যাক্ষমবজ্ঞয়া হতং
সঞ্জাতহর্ষো মুনিমাহ ভারতঃ ॥ ৮ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত বললেন; **হরেঃ**—ভগবানের; **ধৃত**—ধারণকারী; **ক্রোড়**—বরাহের; **তনোঃ**—শরীর; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর দৈবী শক্তির দ্বারা; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **গোঃ**—পৃথিবীর; **উদ্ধরণম্**—উদ্ধার করে; **রসাতলাৎ**—সমুদ্র-গর্ভ থেকে; **লীলাম্**—খেলা; **হিরণ্যাক্ষম্**—হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে; **অবজ্ঞয়া**—অবলীলাক্রমে; **হতম্**—সংহার করেছিলেন; **সঞ্জাত-হর্ষঃ**—হর্ষোৎফুল্ল হয়ে; **মুনিম্**—(মৈত্রেয়) মুনিকে; **আহ**—বলেছিলেন; **ভারতঃ**—বিদুর।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বলতে লাগলেন—স্বীয় দৈবী মায়ার প্রভাবে বরাহ রূপধারী ভগবান কিভাবে লীলাচ্ছলে পৃথিবীকে রসাতল থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং অবলীলাক্রমে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন, সেই কথা শুনে, ভরত বংশজ বিদুর অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। বিদুর তখন মৈত্রেয় ঋষিকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান তাঁর স্বীয় শক্তির প্রভাবে বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন। তাঁর রূপ প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ জীবের রূপের মতো নয়। বদ্ধ জীবকে দৈবের বিধান অনুসারে বিশেষ শরীর ধারণ করতে হয়, কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কোন বাহ্যিক শক্তির দ্বারা ভগবানকে জোর করে একটি বরাহের রূপ ধারণ করতে হয়নি। সেই তত্ত্ব *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে, ভগবান যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা উপযুক্ত রূপ ধারণ করেন। তাই ভগবানের রূপ কখনই জড়া প্রকৃতি-সম্ভূত নয়। মায়াবাদীদের ধারণা হচ্ছে ব্রহ্ম যখন কোন রূপ ধারণ করে, তখন সেই রূপ মায়িক, তা কখনও স্বীকার করা যায় না, কেননা মায়া বদ্ধ জীবেদের থেকে উৎকৃষ্ট হলেও, পরমেশ্বর ভগবানের থেকে উৎকৃষ্ট নয়; তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের

নিয়ন্ত্রণাধীন, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। মায়া তাঁর অধ্যক্ষতার অধীন; মায়া কখনও ভগবানকে অতিক্রম করতে পারে না। মায়াবাদীদের ধারণা, জীব হচ্ছে পরমতত্ত্ব কিন্তু তা মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে, তাদের এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে অবৈধ, কেননা মায়া কখনই এত মহান হতে পারে না, যার ফলে সে পরমেশ্বর ভগবানকে আচ্ছাদিত করতে পারে। মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তি কেবল ব্রহ্মের বিভিন্ন অংশ জীবের ক্ষেত্রে কার্যকরী হতে পারে, পরব্রহ্মের ক্ষেত্রে নয়।

শ্লোক ৯

বিদুর উবাচ

প্রজাপতিপতিঃ সৃষ্ট্বা প্রজাসর্গে প্রজাপতীন্ ।
কিমারভত মে ব্রহ্মন্ প্রব্রূহ্যব্যক্তমার্গবিৎ ॥ ৯ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; প্রজাপতি-পতিঃ—শ্রীব্রহ্মা; সৃষ্ট্বা—সৃষ্টি করার পর; প্রজা-সর্গে—জীব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে; প্রজাপতীন্—প্রজাপতিদের; কিম্—কি; আরভত—শুরু হয়েছিল; মে—আমাকে; ব্রহ্মন্—হে পবিত্র ঋষি; প্রব্রূহি—বলুন; অব্যক্ত-মার্গ-বিৎ—আমাদের অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে যিনি অবগত।

অনুবাদ

বিদুর বললেন—হে পবিত্র ঋষি! যেহেতু আপনি আমাদের অচিন্ত্য বিষয় সম্বন্ধে অবগত, তাই দয়া করে আমাকে বলুন, জীবেদের আদি জনক প্রজাপতিদের উৎপন্ন করার পর, জীব সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মা কি করেছিলেন?

তাৎপর্য

এখানে *অব্যক্তমার্গবিৎ* কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই কথাটির অর্থ হচ্ছে 'আমাদের অনুভূতির অতীত বিষয় সম্বন্ধে যিনি অবগত'। ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয় সম্বন্ধে জানতে হয় গুরু-পরম্পরা ধারায় মহাজনদের কাছ থেকে। আমাদের পিতা যে কে, সেই সম্বন্ধে জানাও আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত। তা জানতে হয় মায়ের কাছ থেকে। তেমনই আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত যে বিষয়, সেই সম্বন্ধে জানতে হয় তত্ত্ববেত্তা মহাজনদের কাছ থেকে। প্রথম *অব্যক্তমার্গবিৎ* বা মহাজন হচ্ছেন ব্রহ্মা, এবং সেই পরম্পরায় পরবর্তী মহাজন হচ্ছেন নারদ। মৈত্রেয় ঋষি সেই

গুরু-পরম্পরা ধারার অন্তর্ভুক্ত, তাই তিনিও *অব্যক্তমার্গবিৎ* । গুরু-শিষ্য-পরম্পরা ধারায় যিনি অবস্থিত, তিনি *অব্যক্তমার্গবিৎ*—সাধারণ ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত যে বিষয়, সেই সম্বন্ধে তিনি অবগত।

শ্লোক ১০

যে মরীচ্যাদয়ো বিপ্রা যস্তু স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ।
তে বৈ ব্রহ্মণ আদেশাৎকথমেতদভাবয়ন্ ॥ ১০ ॥

যে—যাঁরা; মরীচি-আদয়ঃ—মরীচি আদি মহর্ষিগণ; বিপ্রাঃ—ব্রাহ্মণগণ; যঃ—যিনি; তু—বস্তুত; স্বায়ম্ভুবঃ মনুঃ—এবং স্বায়ম্ভুব মনু; তে—তারা; বৈ—বস্তুত; ব্রহ্মণঃ—ব্রহ্মার; আদেশাৎ—নির্দেশ অনুসারে; কথম্—কিভাবে; এতৎ—এই ব্রহ্মাণ্ড; অভাবয়ন্—উৎপন্ন হয়েছিল।

অনুবাদ

বিদুর প্রশ্ন করেছিলেন—মরীচি, স্বায়ম্ভুব মনু আদি প্রজাপতিগণ কিভাবে ব্রহ্মার নির্দেশ অনুসারে সৃষ্টি করেছিলেন, এবং কিভাবে তাঁরা এই জগৎকে প্রকাশ করেছিলেন?

শ্লোক ১১

সদ্বিতীয়াঃ কিমসৃজন্ স্বতন্ত্রা উত কর্মসু ।
আহোস্বিৎসংহতাঃ সর্ব ইদং স্ম সমকল্পয়ন্ ॥ ১১ ॥

স-দ্বিতীয়াঃ—তাঁদের পত্নীগণ সহ; কিম্—কি; অসৃজন্—সৃষ্টি করেছিলেন; স্বতন্ত্রাঃ—স্বতন্ত্র থেকে; উত—অথবা; কর্মসু—তাঁদের কার্যকলাপে; আহো স্বিৎ—অথবা; সংহতাঃ—যৌথভাবে; সর্বে—সমস্ত প্রজাপতিগণ; ইদম্—এই; স্ম সমকল্পয়ন্—নির্মাণ করেছিলেন।

অনুবাদ

তাঁরা কি তাঁদের পত্নীদের সহযোগিতায় সৃষ্টি করেছিলেন? অথবা স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করেছিলেন? কিংবা সকলে মিলিত হয়ে এই জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন?

শ্লোক ১২

মৈত্রেয় উবাচ

দৈবেন দুর্বিতর্ক্যেণ পরেণানিমিষেণ চ ।
জাতক্ষোভাদ্ভগবতো মহানাসীদ্ গুণত্রয়াৎ ॥ ১২ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **দৈবেন**—দৈব নামক উচ্চতর অধ্যক্ষতার দ্বারা; **দুর্বিতর্ক্যেণ**—মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার অতীত; **পরেণ**—মহাবিষ্ণুর দ্বারা; **অনিমিষেণ**—অনন্ত কালের শক্তির দ্বারা; **চ**—এবং; **জাত-ক্ষোভাৎ**—সাম্য অবস্থা ক্ষোভিত হয়েছিল; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মহান্**—সমগ্র জড় উপাদান (মহত্তত্ত্ব); **আসীৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **গুণ-ত্রয়াৎ**—প্রকৃতির তিনটি গুণ থেকে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্য অবস্থা যখন জীবের অদৃষ্ট, মহাবিষ্ণু এবং কাল শক্তির দ্বারা ক্ষোভিত হয়, তখন মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

এখানে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে ভৌতিক সৃষ্টির কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম কারণ হচ্ছে *দৈব* বা বদ্ধ জীবের অদৃষ্ট। যে-সমস্ত বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগের জন্য ভ্রান্তিবশত প্রভু হতে চায়, তাদেরই জন্য এই জড় সৃষ্টি বিদ্যমান। বদ্ধ জীব যে কখন জড়া প্রকৃতির উপর প্রথম প্রভুত্ব করার বাসনা করেছিল, তার ইতিবৃত্ত নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে আমরা সব সময় দেখতে পাই যে, বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়-সুখের নিমিত্ত এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। খুব সুন্দর একটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীব যখন ভগবানকে সেবা করার কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করতে চায়, তখন সে তার ইন্দ্রিয়-সুখের অনুকূল একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে, যাকে বলা হয় মায়া, এবং সেইটি হচ্ছে জড় সৃষ্টির কারণ।

এখানে *দুর্বিতর্ক্যেণ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বদ্ধ জীব যে কখন কিভাবে ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা করেছিল, সেই সম্বন্ধে কেউ তর্ক করতে পারে না, কিন্তু তার কারণটি রয়েছে। বদ্ধ জীবেদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্যই এই জড়া প্রকৃতি, এবং তা সৃষ্টি করেছেন পরমেশ্বর ভগবান। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৃষ্টির আদিতে জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক ক্ষোভিত হয়। তিনজন বিষ্ণুর উল্লেখ করা হয়েছে। এক জন হচ্ছেন মহাবিষ্ণু, অপর জন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু

এবং তৃতীয় জন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে এই তিনজন বিষ্ণুর সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, এবং এখানেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বিষ্ণু হচ্ছেন সৃষ্টির কারণ। *ভগবদ্গীতা* থেকেও আমরা জানতে পারি যে, কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর দৃষ্টিপাতরূপ অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি সক্রিয় হয় এবং এখনও তার কার্যশীলতা বর্তমান, কিন্তু ভগবান অপরিবর্তনীয়। ভ্রান্তিবশত কারোরই মনে করা উচিত নয় যে, যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান থেকে জড় সৃষ্টি উদ্ভূত হয়েছে, তাই তিনি এই জড় জগতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তিনি সর্বদাই তাঁর অপরিবর্তনীয় স্বরূপে বিরাজমান, কিন্তু জড় জগৎ তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সেই শক্তির ক্রিয়া উপলব্ধি করা কঠিন, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, বদ্ধ জীব তার নিজের অদৃষ্ট সৃষ্টি করে এবং পরমাত্মারূপে তার নিত্য সহচর পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতির নিয়মে সে বিশেষ একটি শরীর প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১৩

রজঃপ্রধানান্মহতস্ত্রিলিঙ্গো দৈবচোদিতাৎ ।
জাতঃ সসর্জ ভূতাদির্বিয়দাদীনি পঞ্চশঃ ॥ ১৩ ॥

রজঃ-প্রধানাৎ—যাতে রজোগুণের প্রাধান্য; **মহতঃ**—মহত্তত্ত্ব থেকে; **ত্রি-লিঙ্গঃ**—তিন প্রকারের; **দৈব-চোদিতাৎ**—দৈবের প্রেরণায়; **জাতঃ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **সসর্জ**—বিকশিত হয়েছিল; **ভূত-আদিঃ**—অহঙ্কার (ভৌতিক তত্ত্বের উৎস); **বিয়ৎ**—আকাশ; **আদীনি**—ইত্যাদি; **পঞ্চশঃ**—পাঁচটি পাঁচটি করে।

অনুবাদ

জীবের অদৃষ্টের (দৈবের) প্রেরণায় রজোগুণ-প্রধান মহত্তত্ত্ব থেকে তিন প্রকার অহঙ্কারের উদ্ভব হয়েছিল। সেই অহঙ্কার থেকে পাঁচটি পাঁচটি করে তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে।

তাৎপর্য

আদি প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, এবং তার থেকে চারটি ভাগে পাঁচটি করে তত্ত্বের উৎপন্ন হয়। প্রথম ভাগটিকে বলা হয় পঞ্চ-মহাভূত এবং তাতে রয়েছে মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ। দ্বিতীয় বিভাগটিকে বলা হয় পঞ্চ-তন্মাত্র, যা হচ্ছে সূক্ষ্ম উপাদান (ইন্দ্রিয়ের বিষয়)—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ। তৃতীয় বিভাগটি হচ্ছে পঞ্চ-

জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক। চতুর্থ বিভাগটি হচ্ছে পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ। কেউ কেউ বলেন যে, পাঁচ পাঁচটি করে পাঁচটি বিভাগ রয়েছে। সেইগুলি হচ্ছে পঞ্চ-তন্মাত্র, পঞ্চ-মহাভূত, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়, এবং পঞ্চম বিভাগটি হচ্ছে এই সমস্ত বিভাগগুলির নিয়ন্ত্রণকারী পঞ্চ-দেবতা।

শ্লোক ১৪

তানি চৈকৈকশঃ স্রষ্টুমসমর্থানি ভৌতিকম্ ।
সংহত্য দৈবযোগেন হৈমমণ্ডমবাসৃজন্ ॥ ১৪ ॥

তানি—সেই সমস্ত উপাদানগুলি; চ—এবং; এক-একশঃ—পৃথক পৃথকভাবে; স্রষ্টুম্—উৎপাদন করতে; অসমর্থানি—অক্ষম; ভৌতিকম্—জড় জগৎ; সংহত্য—মিলিত হয়ে; দৈব-যোগেন—পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি সহকারে; হৈমম্—স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল; অণ্ডম্—গোলক; অবাসৃজন্—সৃষ্টি করেছিল।

অনুবাদ

পৃথক পৃথকভাবে জড় জগৎ সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়ে, ঐ সমস্ত উপাদানগুলি পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি সহযোগে মিলিতভাবে একটি সুবর্ণময় অণ্ড সৃষ্টি করেছিল।

শ্লোক ১৫

সোঽশয়িষ্টাব্ধিসলিলে আণ্ডকোশো নিরাত্মকঃ ।
সাগ্রং বৈ বর্ষসাহস্রমন্ববাৎসীত্তমীশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥

সঃ—তা; অশয়িষ্ট—শায়িত ছিল; অব্ধি-সলিলে—কারণ-সমুদ্রের জলে; আণ্ড-কোশঃ—অণ্ড; নিরাত্মকঃ—অচেতন অবস্থায়; স-অগ্রম্—কিঞ্চিৎ অধিক; বৈ—প্রকৃত পক্ষে; বর্ষসাহস্রম্—এক হাজার বৎসর; অন্ববাৎসীৎ—অবস্থিত হয়েছিল; তম্—অণ্ডে; ঈশ্বরঃ—ভগবান।

অনুবাদ

সেই হিরণ্ময় অণ্ডটি অচেতন অবস্থায় এক সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল কারণ-সমুদ্রের জলে শায়িত ছিল। তার পর ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে তাতে প্রবেশ করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে প্রতীত হয় যে, সব কটি ব্রহ্মাণ্ড কারণ-সমুদ্রে ভাসমান থাকে।

শ্লোক ১৬

তস্য নাভেরভূৎপদ্মং সহস্রার্কোরুদীধিতি ।
সর্বজীবনিকায়ৌকো যত্র স্বয়মভূৎস্বরাট্ ॥ ১৬ ॥

তস্য—ভগবানের; নাভেঃ—নাভি থেকে; অভূৎ—নির্গত হয়েছিল; পদ্মম্—একটি পদ্ম; সহস্র-অর্ক—সহস্র সূর্য; উরু—অধিক; দীধিতি—দেদীপ্যমান; সর্ব—সমস্ত; জীব-নিকায়—বদ্ধ জীবের আশ্রয়; ওকঃ—স্থান; যত্র—যেখানে; স্বয়ম্—নিজে; অভূৎ—আবির্ভূত হয়েছিল; স্ব-রাট্—সর্ব শক্তিমান (ব্রহ্মা)।

অনুবাদ

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে একটি সহস্র সূর্যের মতো উজ্জ্বল পদ্ম উদ্ভূত হয়েছিল। সেই পদ্মটি সমস্ত বদ্ধ জীবের অধিষ্ঠান স্বরূপ, এবং প্রথম জীব সর্ব শক্তিমান ব্রহ্মা সেই পদ্মটি থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে প্রতীত হয় যে, যে-সমস্ত বদ্ধ জীব পূর্ববর্তী সৃষ্টির প্রলয়ের পর ভগবানের শরীরে স্থিত হয়েছিল, তারা সমষ্টিগতভাবে পদ্মরূপে নির্গত হয়েছিল। তাকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ। তাতে প্রথম জীব রূপে যিনি প্রকট হয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মা, যিনি স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডের অবশিষ্টাংশ সৃষ্টি করতে সমর্থ। এখানে পদ্মটিকে সহস্র সূর্যের মতো উজ্জ্বল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তা ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবাত্মা তাঁরই গুণে গুণান্বিত। ভগবানের দেহ থেকে যেমন ব্রহ্মজ্যোতি নামক জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়, তেমনই জীবও জ্যোতির্ময়। *ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে যে বৈকুণ্ঠলোকের

বর্ণনা আছে, তা এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। বৈকুণ্ঠলোক বা চিদাকাশে সূর্যের কিরণ, চন্দ্রের আলো, বিদ্যুৎ অথবা অগ্নির প্রয়োজন হয় না। সেখানে প্রতিটি গ্রহলোকই সূর্যের মতো স্বতঃপ্রকাশিত।

শ্লোক ১৭

সোঽনুবিষ্টো ভগবতা যঃ শেতে সলিলাশয়ে ।
লোকসংস্থাং যথাপূর্বং নির্মমে সংস্থয়া স্বয়া ॥ ১৭ ॥

সঃ—শ্রীব্রহ্মা; **অনুবিষ্টঃ**—প্রবেশ করেছিলেন; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **যঃ**—যিনি; **শেতে**—শয়ন করেন; **সলিল-আশয়ে**—গর্ভোদক সমুদ্রে; **লোক-সংস্থাম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **যথা পূর্বম্**—পূর্বের মতো; **নির্মমে**—সৃষ্টি করেছিলেন; **সংস্থয়া**—বুদ্ধির দ্বারা; **স্বয়া**—তাঁর নিজের।

অনুবাদ

যখন গর্ভোদকশায়ী পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, তখন ব্রহ্মার বুদ্ধির উন্মেষ হয়েছিল, এবং সেই বুদ্ধির দ্বারা তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্বের মতো সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

কোন নির্দিষ্ট সময়ে, পরমেশ্বর ভগবান কারণোদকশায়ী বিষ্ণু কারণ-সমুদ্রে শয়ন করেন, এবং তাঁর নিঃশ্বাস থেকে হাজার হাজার ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন; তার পর তিনি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন এবং তাঁর স্বেদ-বারির দ্বারা প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধাংশ পূর্ণ করেন। ব্রহ্মাণ্ডের বাকি অর্ধাংশ খালি থাকে, এবং সেই শূন্য স্থানটিকে বলা হয় অন্তরীক্ষ। তার পর তাঁর নাভিদেশ থেকে একটি পদ্ম প্রকাশিত হয়, এবং তাতে প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়। তার পর ভগবান পুনরায় ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে ব্রহ্মা সহ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতার* পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে ভগবান বলেছেন, "আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, এবং আমার থেকে স্মৃতি এবং বিস্মৃতি সম্ভব হয়।" প্রতিটি জীবের কার্যকলাপের সাক্ষীরূপে, ভগবান প্রত্যেককে পূর্ব কল্পে তার জীবনের অন্তিম সময়ের বাসনা অনুসারে, তাকে স্মৃতি এবং বুদ্ধি প্রদান করেন। এই বুদ্ধি জীবের নিজের ক্ষমতা অথবা কর্মের নিয়মের দ্বারা প্রকাশিত হয়।

ব্রহ্মা হচ্ছেন প্রথম সৃষ্ট জীব, এবং রজোগুণের অধ্যক্ষরূপে কার্য করার জন্য ভগবান তাঁকে বিশেষ শক্তি প্রদান করেছেন; তাই তিনি এত গভীর এবং ব্যাপক বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন যে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণ থেকে প্রায় স্বতন্ত্র। ঠিক যেমন অতি উচ্চ পদস্থ কার্যাধ্যক্ষ প্রায় মালিকেরই মতো স্বতন্ত্র, তেমনই ভগবানের প্রতিনিধিরূপে ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণের কার্যভার প্রাপ্ত হওয়ার ফলে, ব্রহ্মাকে এখানে প্রায় ভগবানেরই মতো স্বতন্ত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমাত্মারূপে ব্রহ্মার হৃদয়ে ভগবান তাঁকে সৃষ্টি করার বুদ্ধি প্রদান করেছিলেন। তাই প্রতিটি জীবের মধ্যে যে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে, তা তার নিজের নয়, তা হচ্ছে ভগবানের দান। জড় জগতে বহু বৈজ্ঞানিক এবং মহান কর্মীদের আশ্চর্যজনক সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশেই কেবল কার্য করে এবং সৃষ্টি করে। কোন বৈজ্ঞানিক ভগবানের নির্দেশে আশ্চর্যজনক অনেক বস্তু আবিষ্কার করতে পারে অথবা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তার দ্বারা জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়ম অতিক্রম করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়, অথবা ভগবানের কাছ থেকে এই প্রকার বুদ্ধিমত্তা লাভ করাও সম্ভব নয়, কেননা তা হলে ভগবানের প্রাধান্য ব্যাহত হত। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মা পূর্ববৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন। তার অর্থ হচ্ছে যে, তিনি পূর্ব কল্পের ব্রহ্মাণ্ডের মতো একই নাম এবং রূপ অনুসারে সব কিছু সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

সসর্জ চ্ছায়য়াবিদ্যাং পঞ্চপর্বাণমগ্রতঃ ।
তামিস্রমন্ধতামিস্রং তমো মোহো মহাতমঃ ॥ ১৮ ॥

সসর্জ—সৃষ্টি করেছিলেন; ছায়য়া—তার ছায়া থেকে; অবিদ্যাম্—অজ্ঞান; পঞ্চ-পর্বাণম্—পাঁচ প্রকার; অগ্রতঃ—সর্ব প্রথমে; তামিস্রম্—তামিস্র; অন্ধ-তামিস্রম্—অন্ধতামিস্র; তমঃ—তম; মোহঃ—মোহ; মহা-তমঃ—মহাতম বা মহামোহ।

অনুবাদ

সর্ব প্রথমে ব্রহ্মা তাঁর ছায়া থেকে বদ্ধ জীবেদের অবিদ্যার আবরণ সৃষ্টি করেছিলেন। তা পাঁচ প্রকার এবং সেইগুলিকে বলা হয়—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, তম, মোহ এবং মহাতম।

তাৎপর্য

যে-সমস্ত বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য জড় জগতে আসে, তারা প্রথমে পাঁচটি বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। প্রথমটি হচ্ছে *তামিস্র* বা ক্রোধের আবরণ। স্বরূপত, প্রতিটি জীবের ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এই ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার হয় তখন, যখন জীব মনে করে যে, সেও পরমেশ্বর ভগবানের মতো উপভোগ করতে পারে, অথবা সে মনে করে, "আমি কেন পরমেশ্বর ভগবানের মতো স্বাধীন ভোক্তা হতে পারব না?" ক্রোধ অথবা মাৎসর্যের ফলে জীবের এই স্বরূপ বিস্মৃতি হয়। পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীব ভগবানের নিত্য দাস, এবং স্বরূপগতভাবে সে কখনও ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না, বা ভগবানের মতো ভোক্তা হতে পারে না। কিন্তু সে যখন সেই কথা ভুলে গিয়ে ভগবানের মতো হতে চায়, তখন তার অবস্থাকে বলা হয় *তামিস্র* । এমন কি পারমার্থিক উপলব্ধির ক্ষেত্রেও জীবের পক্ষে এই *তামিস্র* মনোভাব অতিক্রম করা কঠিন। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়েও, অনেকে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। এমন কি তাদের পারমার্থিক কার্যকলাপেও *তামিস্রের* এই নিকৃষ্ট মনোভাব থেকে যায়।

অন্ধতামিস্র হচ্ছে মৃত্যুকে চরম সমাপ্তি বলে মনে করা। নাস্তিকেরা সাধারণত মনে করে যে, তাদের জড় দেহটি হচ্ছে তাদের প্রকৃত স্বরূপ, এবং যখন তাদের দেহাবসান হবে, তখন সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। তাই যতদিন তাদের দেহের অস্তিত্ব থাকে, ততদিন তারা যতখানি সম্ভব জীবনকে উপভোগ করতে চায়। তাদের মতবাদ হচ্ছে—"যত দিন বেঁচে আছ, তত দিন সুখে বেঁচে থাক। সেই জন্য যদি তথাকথিত পাপ কর্মও করতে হয়, তাতে কোন ক্ষতি নেই। ভালভাবে খেয়ে-পরে থাকতে হবে, এবং সেই জন্য যদি ভিক্ষা করতে হয়, ঋণ করতে হয় অথবা চুরি করতে হয়, তাতে কোন ক্ষতি নেই। তুমি যদি মনে কর যে, চুরি করলে অথবা ঋণ করলে পাপ হবে, এবং সেই জন্য তোমাকে দণ্ডভোগ করতে হবে, তা হলে সেই সম্বন্ধে চিন্তা করার কোন কারণ নেই। কেননা মৃত্যুর সময় সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। তাই জীবদ্দশায় মানুষ যা কিছু করে, তার জন্য সে কখনও দায়ী নয়।" এই নাস্তিক ধারণা মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করছে, কেননা জীবনের নিত্যত্ব এবং জন্মান্তর সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই।

এই *অন্ধতামিস্রের* কারণ হচ্ছে তমঃ । আত্মা সম্বন্ধে কিছুই না জানাকে বলা হয় তমঃ। এই জড় জগৎকেও সাধারণত বলা হয় তমঃ ; কেননা এখানে প্রায় শতকরা নিরানব্বই ভাগ জীবই তাদের প্রকৃত চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ।

প্রায় সকলেই মনে করছে যে, তার জড় দেহটি হচ্ছে তার স্বরূপ, এবং চিন্ময় আত্মা সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই। এই ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ সর্বদা মনে করে, "এইটি আমার দেহ, এবং এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কিছু তা সবই আমার।" এই প্রকার পথভ্রষ্ট জীবেদের জড় অস্তিত্বের ভিত্তি হচ্ছে যৌন জীবন। প্রকৃত পক্ষে, বদ্ধ জীব এই জড় জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ, এবং তারা কেবল যৌন জীবনের দ্বারা পরিচালিত হয়। যখনই তাদের সেই যৌন জীবনের সুযোগ লাভ হয়, তারা তখনই তাদের তথাকথিত গৃহ, মাতৃভূমি, সন্তান-সন্ততি, ধন ও ঐশ্বর্য ইত্যাদির প্রতি আসক্ত পড়ে। এই আসক্তি যতই বর্ধিত হতে থাকে, *মোহ* বা দেহাত্ম-বুদ্ধি ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার ফলে, "আমি এই দেহ, এবং এই দেহের অধিকৃত যা কিছু তা সবই আমার"—এই ভাবনাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমগ্র জগৎ যখন মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, তখন সাম্প্রদায়িক সমাজ, পরিবার এবং জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়, এবং তার ফলে তারা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। *মহামোহ* মানে হচ্ছে জড় সুখভোগের প্রতি উন্মত্ত হওয়া। বিশেষ করে এই কলি যুগে সকলেই উন্মত্তের মতো জড় সুখভোগের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী সঞ্চয়ে ব্যস্ত। তার একটি অত্যন্ত সুন্দর বর্ণনা *বিষ্ণু পুরাণে* দেওয়া হয়েছে—

তমোহবিবেকো মোহঃ স্যাদ্ অন্তঃকরণবিভ্রমঃ ।
মহামোহস্তু বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগসুখৈষণা ॥
মরণং হ্যন্ধতামিস্রং তামিস্রং ক্রোধ উচ্যতে ।
অবিদ্যা পঞ্চপর্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ ॥

শ্লোক ১৯

বিসসর্জাত্মনঃ কায়ং নাভিনন্দংস্তমোময়ম্ ।
জগৃহুর্যক্ষরক্ষাংসি রাত্রিং ক্ষুত্তৃট্সমুদ্ভবাম্ ॥ ১৯ ॥

বিসসর্জ—ফেলে দিয়ে; আত্মনঃ—তাঁর নিজের; কায়ম্—দেহ; ন—না; অভিনন্দন্—প্রসন্ন হয়ে; তমঃ-ময়ম্—অজ্ঞান-প্রসূত; জগৃহুঃ—অধিকার করেছে; যক্ষ-রক্ষাংসি—যক্ষ এবং রাক্ষসেরা; রাত্রিম্—রাত্রি; ক্ষুৎ—ক্ষুধা; তৃট্—পিপাসা; সমুদ্ভবাম্—উৎস।

অনুবাদ

বিরক্ত হয়ে ব্রহ্মা সেই অবিদ্যাময় শরীর ত্যাগ করেছিলেন। সেই শরীর রাত্রিতে পরিণত হল, এবং যক্ষ ও রাক্ষসেরা তা অধিকার করার জন্য তৎপর হয়েছিল। সেই রাত্রি ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার উদ্ভব-স্থল।

শ্লোক ২০

ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যামুপসৃষ্টাস্তে তং জগ্ধুমভিদুদ্রুবুঃ ।
মা রক্ষতৈনং জক্ষধ্বমিত্যূচুঃ ক্ষুত্তৃড়র্দিতাঃ ॥ ২০ ॥

ক্ষুৎ-তৃড়্‌ভ্যাম্—ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার দ্বারা; **উপসৃষ্টাঃ**—অভিভূত হয়েছিল; **তে**—সেই যক্ষ এবং রাক্ষসেরা; **তম্**—শ্রীব্রহ্মাকে; **জগ্ধুম্**—ভক্ষণ করার জন্য; **অভিদুদ্রুবুঃ**—ধাবিত হয়েছিল; **মা**—করো না; **রক্ষত**—রক্ষা কর; **এনম্**—একে; **জক্ষধ্বম্**—ভক্ষণ কর; **ইতি**—এইভাবে; **ঊচুঃ**—বলেছিল; **ক্ষুৎ-তৃট্-অর্দিতাঃ**—ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হয়ে।

অনুবাদ

ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হয়ে, তারা ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করার জন্য চতুর্দিক থেকে ধাবিত হয়েছিল, এবং চিৎকার করে বলেছিল, "একে ছেড়ো না। একে খেয়ে ফেল।"

তাৎপর্য

পৃথিবীর কোন কোন দেশে এখনও যক্ষ এবং রাক্ষসদের প্রতিনিধিরা বর্তমান রয়েছে। এই সমস্ত অসভ্য মানুষেরা তাদের পিতামহদের হত্যা করে, তাদের মাংস আগুনে পুড়িয়ে, 'প্রীতি ভোজের' আয়োজন করে আনন্দ উপভোগ করে।

শ্লোক ২১

দেবস্তানাহ সংবিগ্নো মা মাং জক্ষত রক্ষত ।
অহো মে যক্ষরক্ষাংসি প্রজা যূয়ং বভূবিথ ॥ ২১ ॥

দেবঃ—ব্রহ্মা; **তান্**—তাদের; **আহ**—বলেছিলেন; **সংবিগ্নঃ**—উদ্বিগ্ন হয়ে; **মা**—না; **মাম্**—আমাকে; **জক্ষত**—খাও, **রক্ষত**—রক্ষা কর; **অহো**—হে; **মে**—আমার; **যক্ষ-**

রক্ষাংসি—হে যক্ষ এবং রাক্ষসগণ; **প্রজাঃ**—পুত্রগণ; **যূয়ম্**—তোমরা; **বভূবিথ**—জাত।

অনুবাদ

দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা তখন অত্যন্ত ভীত হয়ে তাদের বললেন, "আমাকে খেয়ো না, আমাকে তোমরা রক্ষা কর। তোমরা আমার থেকে উৎপন্ন হয়েছ, তোমরা আমার পুত্র। তাই তোমরা যক্ষ এবং রাক্ষস নামে পরিচিত হও।"

তাৎপর্য

ব্রহ্মার শরীর থেকে উৎপন্ন অসুরেরা যক্ষ এবং রাক্ষস নামে পরিচিত হয়েছিল, যেহেতু তাদের কেউ কেউ বলেছিল যে, ব্রহ্মাকে ভক্ষণ কর, আর অন্যেরা চিৎকার করে বলেছিল যে, তাকে রক্ষা করো না। তাদের মধ্যে যারা 'ভক্ষণ কর' বলেছিল তারা 'যক্ষ', এবং যারা 'রক্ষা করো না' বলেছিল, তারা 'রাক্ষস' নামে পরিচিত হয়েছিল। এই দুই প্রকার যক্ষ এবং রাক্ষস মূলত ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন, এবং আজও অসভ্য সমাজে তাদের প্রতিনিধিরা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের জন্ম হয়েছিল তমোগুণ থেকে এবং তাই তাদের আচরণের জন্য, তাদের রাক্ষস বা নরখাদক বলা হয়।

শ্লোক ২২

দেবতাঃ প্রভয়া যা যা দীব্যন্ প্রমুখতোঽসৃজৎ ।
তে অহার্ষুর্দেবয়ন্তো বিসৃষ্টাং তাং প্রভামহঃ ॥ ২২ ॥

দেবতাঃ—দেবতাগণ; **প্রভয়া**—আলোকের প্রভা থেকে; **যাঃ যাঃ**—যাঁরা; **দীব্যন্**—উজ্জ্বল; **প্রমুখতঃ**—মুখ্যরূপে; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **তে**—তাঁরা; **অহার্ষুঃ**—অধিকার করেছিলেন; **দেবয়ন্তঃ**—সক্রিয় হয়ে; **বিসৃষ্টাম্**—পৃথক; **তাম্**—তা; **প্রভাম্**—জ্যোতির্ময় রূপ; **অহঃ**—দিন।

অনুবাদ

তার পর তিনি সত্ত্বগুণের প্রভাব দ্বারা দীপ্তিমান মুখ্য দেবতাদের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের সামনে তিনি দিবসের জ্যোতির্ময় রূপ পরিত্যাগ করেছিলেন, এবং তাঁরা ক্রীড়াচ্ছলে তা গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাত্রির সৃষ্টি থেকে অসুরেরা উৎপন্ন হয়েছিল, এবং দিনের সৃষ্টি থেকে দেবতারা উৎপন্ন হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যক্ষ, রাক্ষস আদি অসুরেরা তমোগুণ থেকে উৎপন্ন হয়েছিল, এবং সত্ত্বগুণ থেকে দেবতাদের উৎপত্তি হয়েছিল।

শ্লোক ২৩

দেবোঽদেবাঞ্জঘনতঃ সৃজতি স্মাতিলোলুপান্ ।
ত এনং লোলুপতয়া মৈথুনায়াভিপেদিরে ॥ ২৩ ॥

দেবঃ—শ্রীব্রহ্মা; **অদেবান্**—অসুরদের; **জঘনতঃ**—তাঁর জঘনদেশ থেকে; **সৃজতি স্ম**—সৃষ্টি করেছিলেন; **অতি-লোলুপান্**—অত্যন্ত মৈথুনাসক্ত; **তে**—তারা; **এনম্**—শ্রীব্রহ্মা; **লোলুপতয়া**—কামোন্মত্ত হয়ে; **মৈথুনায়**—মৈথুনের জন্য; **অভিপেদিরে**—তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিল।

অনুবাদ

ব্রহ্মা তখন তাঁর জঘনদেশ থেকে অসুরদের সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তারা অত্যন্ত মৈথুনাসক্ত ছিল। অত্যন্ত কামোন্মত্ত হয়ে, তারা মৈথুনের জন্য ব্রহ্মার প্রতি ধাবমান হয়েছিল।

তাৎপর্য

জড় অস্তিত্বের পটভূমি হচ্ছে যৌন জীবন। এখানেও পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে, অসুরেরা যৌন জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। মানুষ যতই যৌন বাসনা থেকে মুক্ত হয়, ততই সে দেবত্বের স্তরে উন্নীত হয়, আর যৌন সুখ উপভোগের প্রতি যারা যত বেশি আসক্ত, ততই তারা আসুরিক স্তরে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ২৪

ততো হসন্ স ভগবানসুরৈর্নিরপত্রপৈঃ ।
অন্বীয়মানস্তরসা ক্রুদ্ধো ভীতঃ পরাপতৎ ॥ ২৪ ॥

ততঃ—তখন; **হসন্**—হেসে; **সঃ ভগবান্**—পূজনীয় শ্রীব্রহ্মা; **অসুরৈঃ**—অসুরদের দ্বারা; **নিরপত্রপৈঃ**—নির্লজ্জ; **অন্বীয়মানঃ**—পশ্চাৎ ধাবিত হয়ে; **তরসা**—দ্রুত বেগে; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **ভীতঃ**—ভীত হয়ে; **পরাপতৎ**—পলায়ন করেছিলেন।

অনুবাদ

পূজনীয় ব্রহ্মা প্রথমে তাদের দুষ্প্রবৃত্তি দেখে হেসেছিলেন, কিন্তু পরে যখন তিনি দেখলেন যে, নির্লজ্জ অসুরেরা তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ভীত হয়ে দ্রুত বেগে পলায়ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

মৈথুন-পরায়ণ অসুরদের তাদের পিতার প্রতিও কোন রকম শ্রদ্ধা নেই, এবং তাই ব্রহ্মার মতো সাধু পিতার পক্ষে সব চাইতে ভাল উপায় হচ্ছে, সেই সমস্ত আসুরিক পুত্রদের পরিত্যাগ করা।

শ্লোক ২৫

স উপব্রজ্য বরদং প্রপন্নার্তিহরং হরিম্ ।
অনুগ্রহায় ভক্তানামনুরূপাত্মদর্শনম্ ॥ ২৫ ॥

সঃ—শ্রীব্রহ্মা; **উপব্রজ্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **বর-দম্**—সমস্ত বর প্রদানকারী; **প্রপন্ন**—যারা তাঁর শ্রীপাদ-পদ্মের শরণাগত হয়েছেন; **আর্তি**—ক্লেশ; **হরম্**—যিনি দূর করেন; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরি; **অনুগ্রহায়**—কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **ভক্তানাম্**—তাঁর ভক্তদের প্রতি; **অনুরূপ**—উপযুক্ত রূপে; **আত্ম-দর্শনম্**—যিনি নিজেকে প্রকাশ করেন।

অনুবাদ

তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হলেন, যিনি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত ভক্তদের সমস্ত ক্লেশ দূর করেন এবং অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। তিনি তাঁর ভক্তদের আনন্দ দান করার জন্য তাঁর অসংখ্য দিব্য রূপ প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

এখানে *ভক্তানামনুরূপাত্মদর্শনম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তদের ইচ্ছা অনুসারে তাঁর বিবিধ রূপ প্রকাশ করেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, হনুমানজী (বজ্রাঙ্গজী) পরমেশ্বর ভগবানকে শ্রীরামচন্দ্ররূপে দর্শন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অন্য বৈষ্ণবেরা তাঁর রাধা-কৃষ্ণ রূপ দর্শন করতে চান। তাঁর অন্যান্য ভক্তেরা আবার তাঁকে লক্ষ্মী-নারায়ণরূপে দর্শন করতে চান। মায়াবাদী দার্শনিকেরা মনে করে যে, প্রকৃত পক্ষে ভগবান নিরাকার কিন্তু ভক্তদের বাসনা

অনুসারে তিনি এই সমস্ত রূপ ধারণ করেন। কিন্তু *ব্রহ্মসংহিতা* থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রকৃত পক্ষে তা সত্য নয়, কেননা ভগবানের নিজস্ব বিবিধ রূপ রয়েছে। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, *অদ্বৈতমচ্যুতম্* । ভগবান ভক্তদের কল্পনার ফলে তাঁদের সামনে আবির্ভূত হন না। *ব্রহ্মসংহিতায়* আরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ভগবানের অসংখ্য রূপ রয়েছে—*রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্* । তিনি কোটি-কোটি রূপে বিরাজ করেন। চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন প্রকার জীব-দেহ রয়েছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের অবতার অসংখ্য। *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমুদ্রে যেমন অসংখ্য তরঙ্গ রয়েছে এবং সেইগুলি নিরন্তর দৃশ্য ও অদৃশ্য হয়, তেমনই ভগবানের রূপ এবং অবতার অসংখ্য। ভগবানের ভক্তেরা ভগবানের বিশেষ বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত হন, এবং সেই রূপে তাঁরা তাঁর পূজা করেন। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি কিভাবে তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে বরাহরূপে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিলেন। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর বরাহরূপ এখনও বর্তমান। ভগবানের সমস্ত রূপই নিত্য। ভক্ত ভগবানের কোন্ রূপে তাঁর পূজা করবেন এবং তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হবেন, তা নির্ভর করে তাঁর নিজের রুচির উপর। *রামায়ণের* একটি শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের মহান ভক্ত হনুমান বলেছেন, "আমি জানি যে, সীতা-রাম এবং লক্ষ্মী-নারায়ণের রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও, অনুরাগের সাথে রাম এবং সীতার প্রেমে আমি সর্বদাই মগ্ন থাকি। তাই আমি ভগবানকে রাম এবং সীতা রূপেই দর্শন করতে চাই।" তেমনই, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রেম রাধা ও কৃষ্ণের প্রতি, এবং দ্বারকায় কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর প্রতি। *ভক্তানাম্ অনুরূপাত্মদর্শনম্* কথাটির অর্থ হচ্ছে যে, ভক্ত যেভাবে ভগবানের সেবা এবং পূজা করতে চান, সেই বিশেষ রূপে ভগবান তাঁর ভক্তদের কৃপা করেন। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সমীপবর্তী হয়েছিলেন। ভগবানের এই রূপটি হচ্ছে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপ। ব্রহ্মা যখনই বিপদে পড়েন, তখনই তাঁকে ভগবানের সমীপবর্তী হতে হয়, এবং তিনি ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর শরণাগত হন। ব্রহ্মাণ্ডের সংকট উপস্থিত হলে, ভগবানের কৃপায় ব্রহ্মা যখনই ভগবানের সমীপবর্তী হন, ভগবানও তখন নানাভাবে তাঁর সংকট মোচন করেন।

শ্লোক ২৬

পাহি মাং পরমাত্মংস্তে প্রেষণেনাসৃজং প্রজাঃ ।
তা ইমা যভিতুং পাপা উপাক্রামন্তি মাং প্রভো ॥ ২৬ ॥

পাহি—রক্ষা করুন; **মাম্**—আমাকে; **পরম-আত্মন্**—হে পরমেশ্বর; **তে**—আপনার; **প্রেষণেন**—আজ্ঞা অনুসারে; **অসৃজম্**—আমি সৃষ্টি করেছি; **প্রজাঃ**—জীবসমূহ; **তাঃ ইমাঃ**—তারাই; **যভিতুম্**—মৈথুনের জন্য; **পাপাঃ**—পাপিষ্ঠ জীবসমূহ; **উপাক্রামন্তি**—আমার প্রতি ধাবিত হয়েছে; **মাম্**—আমাকে; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

ভগবানের সমীপবর্তী হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে এইভাবে বলেছিলেন—হে প্রভু! এই সমস্ত পাপিষ্ঠ অসুরদের থেকে আমাকে রক্ষা করুন, যাদের আমি আপনার নির্দেশ অনুসারে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তারা মৈথুনাসক্ত হয়ে এখন আমাকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছে।

তাৎপর্য

এই ঘটনা থেকে প্রতীত হয় যে, পুরুষদের সমলিঙ্গের প্রতি যৌন ক্ষুধার উদ্ভব হয়েছিল সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা যখন অসুরদের সৃষ্টি করেছিলেন তখন থেকে। অর্থাৎ পুরুষদের প্রতি পুরুষদের যে সমলিঙ্গ আকর্ষণ তা আসুরিক, এবং তা সাধারণ জীবনে কোন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষের জন্য নয়।

শ্লোক ২৭

ত্বমেকঃ কিল লোকানাং ক্লিষ্টানাং ক্লেশনাশনঃ ।
ত্বমেকঃ ক্লেশদস্তেষামনাসন্নপদাং তব ॥ ২৭ ॥

ত্বম্—আপনি; **একঃ**—একা; **কিল**—বাস্তবিক; **লোকানাম্**—মানুষদের; **ক্লিষ্টানাম্**—দুর্দশাগ্রস্ত; **ক্লেশ**—দুঃখ-কষ্ট; **নাশনঃ**—নাশ করে; **ত্বম্ একঃ**—কেবল আপনি; **ক্লেশ-দঃ**—ক্লেশদায়ক; **তেষাম্**—তাদের; **অনাসন্ন**—যারা শরণ গ্রহণ করেনি; **পদাম্**—চরণ; **তব**—আপনার।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনিই কেবল ক্লেশ প্রাপ্ত জনগণের ক্লেশ-সংহারক এবং যারা আপনার চরণারবিন্দে শরণ গ্রহণ করে না, তাদের আপনিই ক্লেশ দান করেন।

তাৎপর্য

ক্লেশদস্তেষামনাসন্নপদাং তব কথাগুলি সূচিত করে যে, ভগবানের দুইটি কার্য রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে যাঁরা তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন তাঁদের রক্ষা

করা, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে যারা আসুরিক ভাবাপন্ন এবং তাঁর প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ তাদের ক্লেশ প্রদান করা। মায়ার কাজ হচ্ছে অভক্তদের দুঃখ-কষ্ট দেওয়া। এখানে ব্রহ্মা বলেছেন, "আপনি শরণাগত ব্যক্তিদের রক্ষাকর্তা; তাই আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করছি। দয়া করে আপনি এই অসুরদের থেকে আমাকে রক্ষা করুন।"

শ্লোক ২৮

সোঽবধার্যাস্য কার্পণ্যং বিবিক্তাধ্যাত্মদর্শনঃ ।
বিমুঞ্চাত্মতনুং ঘোরামিত্যুক্তো বিমুমোচ হ ॥ ২৮ ॥

সঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; **অবধার্য**—অবলোকন করে; **অস্য**—শ্রীব্রহ্মার; **কার্পণ্যম্**—ক্লেশ; **বিবিক্ত**—নিঃসন্দেহে; **অধ্যাত্ম**—অন্যের মন; **দর্শনঃ**—যিনি দেখতে পান; **বিমুঞ্চ**—পরিত্যাগ কর; **আত্ম-তনুম্**—তোমার দেহ; **ঘোরাম্**—কলুষিত; **ইতি উক্তঃ**—এইভাবে নির্দেশ দিয়ে; **বিমুমোচ হ**—শ্রীব্রহ্মা পরিত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

অন্যের মন যিনি সম্যকরূপে দর্শন করতে পারেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি ব্রহ্মার ক্লেশ দর্শন করে তাঁকে বলেছিলেন, "তোমার এই কলুষিত শরীর ত্যাগ কর।" এইভাবে ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানকে এখানে *বিবিক্তাধ্যাত্মদর্শনঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি সম্যকরূপে অপরের দুঃখ-দুর্দশা নিঃসন্দেহে দর্শন করতে পারেন, তিনি হচ্ছেন ভগবান। কেউ যখন দুর্দশা-ক্লিষ্ট হয়ে তার বন্ধুর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন প্রায়ই তার বন্ধু তার দুঃখ-দুর্দশার মাত্রা অনুভব করতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষে তা কঠিন নয়। পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, এবং তিনি প্রত্যক্ষভাবে তার দুঃখ-দুর্দশার কারণ দর্শন করতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ* —"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করি, এবং আমার থেকেই স্মৃতি এবং বিস্মৃতি উৎপন্ন হয়।" এইভাবে কেউ যখন সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন, তখন তিনি দেখতে পান যে, ভগবান তাঁর হৃদয়ে বিরাজ করছেন।

তিনি আমাদের নির্দেশ দিতে পারেন কিভাবে আমরা এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হতে পারি, কিংবা কিভাবে তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁর সমীপবর্তী হতে পারি। ভগবান ব্রহ্মাকে তাঁর বর্তমান শরীর ত্যাগ করতে বলেছিলেন, কেননা তা আসুরিক তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিল। শ্রীধর স্বামীর মতে, ব্রহ্মা যে বার বার শরীর ত্যাগ করেছিলেন, তা তাঁর প্রকৃত শরীর ত্যাগ নয়, পক্ষান্তরে, তিনি মন্তব্য করেন যে, ব্রহ্মা তাঁর বিশেষ মনোভাব পরিত্যাগ করেছিলেন। মন হচ্ছে জীবের সূক্ষ্ম শরীর। আমরা কখনও কখনও পাপ চিন্তায় মগ্ন হই, কিন্তু আমরা যদি সেই পাপ চিন্তা ত্যাগ করি, তখন বলা যেতে পারে যে, আমরা দেহ ত্যাগ করেছি। ব্রহ্মা যখন অসুরদের সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তাঁর মন সঠিক অবস্থায় ছিল না। তা নিশ্চয়ই রজোগুণে পূর্ণ ছিল কেননা তাঁর সমস্ত সৃষ্টি ছিল কামময়; তাই এই রকম কামুক পুত্রদের জন্ম হয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে, সন্তান প্রজননের সময় পিতা-মাতাদের অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। সন্তানের মনোভাব নির্ভর করে গর্ভাধানের সময় পিতা-মাতার মনোভাবের উপর। তাই বৈদিক ব্যবস্থায় সন্তান উৎপাদনের জন্য গর্ভাধান সংস্কারের পদ্ধতি রয়েছে। সন্তান উৎপাদনের পূর্বে, পিতা-মাতাকে তাঁদের মোহাচ্ছন্ন চিত্তবৃত্তি পবিত্র করতে হয়। পিতা-মাতা যখন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মনোনিবেশ করেন এবং সেই অবস্থায় যদি সন্তানের জন্ম হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই ভগবদ্ভক্ত সুসন্তান লাভ হয়। সমাজ যখন এই প্রকার সাধু প্রকৃতির মানুষে পূর্ণ হয়, তখন আর আসুরিক প্রবৃত্তির দ্বারা উৎপাত হয় না।

শ্লোক ২৯

তাং ক্বণচ্চরণাম্ভোজাং মদবিহ্বললোচনাম্ ।
কাঞ্চীকলাপবিলসদ্দুকূলচ্ছন্নরোধসম্ ॥ ২৯ ॥

তাম্—সেই শরীর; ক্বণৎ—নূপুরের কিঙ্কিণি; চরণ-অম্ভোজাম্—চরণ-কমলের দ্বারা; মদ—নেশা; বিহ্বল—বিভোর; লোচনাম্—নেত্রদ্বয়; কাঞ্চী-কলাপ—স্বর্ণ-মেখলার দ্বারা অলঙ্কৃত; বিলসৎ—উজ্জ্বল; দুকূল—সূক্ষ্ম বস্ত্রের দ্বারা; ছন্ন—আচ্ছাদিত; রোধসম্—কটিদেশ।

অনুবাদ

ব্রহ্মার পরিত্যক্ত দেহ সন্ধ্যার রূপ ধারণ করল, যা দিন এবং রাত্রির সন্ধিক্ষণ, এবং যা কামকে উদ্দীপ্ত করে। সমস্ত অসুরেরা, যারা স্বভাবত কামুক এবং

রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা সেই সন্ধ্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করল, যাঁর চরণ-পদ্ম নূপুরের ধ্বনিতে শব্দায়মান, যাঁর নেত্রদ্বয় মদ-বিহ্বল, যাঁর কটিদেশ সূক্ষ্ম বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং স্বর্ণ-মেখলার দ্বারা বেষ্টিত।

তাৎপর্য

উষাকাল যেমন পারমার্থিক অনুশীলনের সময়, তেমনই সন্ধ্যা হচ্ছে কাম আচরণের সময়। আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা সাধারণত যৌন সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; তাই সন্ধ্যার আগমনে তারা অত্যন্ত প্রীত হয়। অসুরেরা সন্ধ্যাকে এক সুন্দরী রমণীরূপে কল্পনা করেছিল, এবং বিভিন্নভাবে তারা তার স্তুতি করতে শুরু করেছিল। তারা মনে করেছিল যে, তার চরণ-পদ্ম নূপুরের ধ্বনিতে শব্দায়মান, তার কটিদেশ মেখলা বেষ্টিত, তার স্তনযুগল অত্যন্ত সুন্দর, এবং তাদের কামের তৃপ্তি-সাধনের জন্য তারা তাদের সম্মুখে সেই সুন্দরী রমণীকে কল্পনা করেছিল।

শ্লোক ৩০

অন্যোন্যশ্লেষয়োত্তুঙ্গনিরন্তরপয়োধরাম্ ।
সুনাসাং সুদ্বিজাং স্নিগ্ধহাসলীলাবলোকনাম্ ॥ ৩০ ॥

অন্যোন্য—পরস্পরের প্রতি; শ্লেষয়া—জড়িয়ে থাকার ফলে; উত্তুঙ্গ—উন্নত; নিরন্তর—অন্তরাল-রহিত; পয়ঃ-ধরাম্—স্তনযুগল; সু-নাসাম্—সুন্দর নাসিকা; সু-দ্বিজাম্—সুন্দর দন্ত; স্নিগ্ধ—সুন্দর; হাস—হাস্য; লীলা-অবলোকনাম্—বিলাসময়ী কটাক্ষ।

অনুবাদ

তাঁর পয়োধরদ্বয় পরস্পর উপমর্দনের ফলে অত্যন্ত উন্নত এবং ব্যবধান শূন্য হয়ে শোভিত, তাঁর নাসিকা ও দন্ত অতি সুন্দর; তাঁর অধরে অতি সুন্দর এক হাসি খেলা করছিল, এবং তিনি লীলাচ্ছলে অসুরদের প্রতি কটাক্ষপাত করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

গৃহন্তীং ব্রীড়য়াত্মানং নীলালকবরূথিনীম্ ।
উপলভ্যাসুরা ধর্ম সর্বে সম্মুমুহুঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৩১ ॥

গূহন্তীম্—লুকিয়ে রেখে; ব্রীড়য়া—লজ্জাবশত ; আত্মানম্—নিজেকে; নীল—ঘন শ্যাম বর্ণ; অলক—কেশ; বরূথিনীম্—গুচ্ছ; উপলভ্য—কল্পনা করে; অসুরাঃ—অসুরেরা; ধর্ম—হে বিদুর; সর্বে—সকলে; সম্মুমুহুঃ—মোহিত হয়েছিল; স্ত্রিয়ম্—স্ত্রী।

অনুবাদ

তাঁর কুঞ্চিত কেশদাম ঘন শ্যাম বর্ণ, এবং তিনি যেন লজ্জিত হয়ে নিজেকে আবৃত করেছিলেন। সেই রমণীকে দর্শন করে অসুরেরা যৌন ক্ষুধাবশত তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

অসুর এবং দেবতাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, সুন্দরী রমণী সহজেই অসুরদের চিত্ত আকর্ষণ করে, কিন্তু দিব্য ভাবাপন্ন মানুষদের তারা আকর্ষণ করতে পারে না। দিব্য ভাবাপন্ন মানুষ জ্ঞানে পূর্ণ, আর আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। ঠিক যেমন একটি শিশু সুন্দর পুতুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তেমনই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন নির্বোধ অসুর যৌন ক্ষুধার বশে জাগতিক সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। দিব্য ভাবাপন্ন মানুষ জানেন যে, সুন্দর পোশাকে সজ্জিত এবং অলঙ্কৃত উন্নত স্তন, সুডৌল নিতম্ব, সুন্দর নাসিকা এবং সুন্দর গায়ের রঙের আকর্ষণ হচ্ছে মায়া। স্ত্রীলোকেরা যে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে, তা কেবল রক্ত-মাংসের সমন্বয় মাত্র। শ্রীশঙ্করাচার্য সমস্ত মানুষদের উপদেশ দিয়েছেন, রক্ত-মাংসের এই সমন্বয়ের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে, পারমার্থিক জীবনের প্রকৃষ্ট সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে। প্রকৃত সৌন্দর্য হচ্ছে কৃষ্ণ এবং রাধা। যিনি রাধা এবং কৃষ্ণের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তিনি কখনও এই জড় জগতের মিথ্যা সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন না। এইটি হচ্ছে অসুর এবং দিব্য ভাবাপন্ন ব্যক্তি বা ভগবদ্ভক্তের মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ৩২

অহো রূপমহো ধৈর্যমহো অস্যা নবং বয়ঃ ।
মধ্যে কাময়মানানামকামেব বিসর্পতি ॥ ৩২ ॥

অহো—আহা; রূপম্—কি সুন্দর; অহো—আহা; ধৈর্যম্—কি প্রকার আত্ম-সংযম; অহো—আহা; অস্যাঃ—তাঁর; নবম্—মুকুলিত; বয়ঃ—যৌবন; মধ্যে—মধ্যে; কাময়মানানাম্—কামার্তদের; অকামা—কাম থেকে মুক্ত; ইব—মতো; বিসর্পতি—আমাদের সঙ্গে বিচরণ করছে।

অনুবাদ

তাঁর প্রশংসা করে অসুরেরা বলতে লাগল—আহা, কি অপূর্ব সৌন্দর্য! কি অস্বাভাবিক আত্ম-সংযম! কি মনোহর নবীন যৌবন! তার প্রতি কামাসক্ত আমাদের সকলের মধ্যে সে সম্পূর্ণরূপে কাম-মুক্তের মতো বিচরণ করছে।

শ্লোক ৩৩

বিতর্কয়ন্তো বহুধা তাং সন্ধ্যাং প্রমদাকৃতিম্ ।
অভিসম্ভাব্য বিশ্রম্ভাৎপর্যপৃচ্ছন্ কুমেধসঃ ॥ ৩৩ ॥

বিতর্কয়ন্তঃ—তর্ক-বিতর্ক করে; **বহুধা**—বহু প্রকার; **তাম্**—তাঁর; **সন্ধ্যাম্**—সন্ধ্যাবেলার; **প্রমদা**—যুবতী স্ত্রী; **আকৃতিম্**—রূপের; **অভিসম্ভাব্য**—গভীর শ্রদ্ধা-সহকারে; **বিশ্রম্ভাৎ**—প্রণয়াসক্তভাবে; **পর্যপৃচ্ছন্**—জিজ্ঞাসা করেছিল; **কু-মেধসঃ**—দুষ্ট বুদ্ধি।

অনুবাদ

সেই কুবুদ্ধিসম্পন্ন অসুরেরা প্রমদাকৃতি সন্ধ্যাকে একজন যুবতী স্ত্রীরূপে বিবেচনা করে, বহু প্রকার তর্ক-বিতর্ক করেছিল। তার পর প্রণয়বশত শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

শ্লোক ৩৪

কাসি কস্যাসি রম্ভোরু কো বার্থস্তেঽত্র ভামিনি ।
রূপদ্রবিণপণ্যেন দুর্ভগান্নো বিবাধসে ॥ ৩৪ ॥

কা—কে; **অসি**—তুমি হও; **কস্য**—কার; **অসি**—তুমি হও; **রম্ভোরু**—হে সুন্দরী; **কঃ**—কি; **বা**—অথবা; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **তে**—তোমার; **অত্র**—এখানে; **ভামিনি**—হে কামিনী; **রূপ**—সৌন্দর্য; **দ্রবিণ**—অমূল্য; **পণ্যেন**—পণ্য দ্রব্যের দ্বারা; **দুর্ভগান্**—দুর্ভাগা; **নঃ**—আমাদের; **বিবাধসে**—প্রলুব্ধ করছ।

অনুবাদ

হে সুন্দরী বালিকা! তুমি কে? তুমি কার পত্নী অথবা কার কন্যা? আর কি উদ্দেশ্যে তুমি আমাদের সম্মুখে এখানে প্রকট হয়েছ? তোমার এই অমূল্য সৌন্দর্যরূপ পণ্য দ্রব্যের দ্বারা কেন তুমি দুর্ভাগা আমাদের প্রলুব্ধ করছ?

তাৎপর্য

এখানে অসুরদের মন জড় জগতের মিথ্যা সৌন্দর্যের প্রতি যে কিভাবে বিমোহিত হয় তা ব্যক্ত হয়েছে। অসুরেরা এই জড় জগতের ত্বকের সৌন্দর্যের জন্য যে-কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে। তারা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু এই কঠোর পরিশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌন জীবন উপভোগ করা। কখনও কখনও তারা *যোগ* শব্দটির অর্থ না জেনে, নিজেদের কর্মযোগী বলে প্রচার করে। *যোগ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, বা কৃষ্ণ-ভাবনাময় হয়ে কর্ম করা। কেউ যখন তার বৃত্তি নির্বিশেষে কঠোর পরিশ্রম করে, এবং তার কর্মের ফল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, তাকে বলা হয় কর্মযোগী।

শ্লোক ৩৫

যা বা কাচিত্ত্বমবলে দিষ্ট্যা সন্দর্শনং তব ।
উৎসুনোষীক্ষমাণানাং কন্দুকক্রীড়য়া মনঃ ॥ ৩৫ ॥

যা—যে-ই; **বা**—অথবা; **কাচিৎ**—যে কেউ; **ত্বম্**—তুমি; **অবলে**—হে সুন্দরী বালিকা; **দিষ্ট্যা**—ভাগ্যক্রমে; **সন্দর্শনম্**—দর্শন করে; **তব**—তোমার; **উৎসুনোষি**—বিচলিত করছ; **ঈক্ষমাণানাম্**—দর্শনকারীদের; **কন্দুক**—একটি গোলক নিয়ে; **ক্রীড়য়া**—খেলার দ্বারা; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

হে অবলে! তুমি যেই হও না কেন, আমাদের ভাগ্যবশে তোমার দর্শন পেয়েছি। তুমি যখন কন্দুক নিয়ে খেলা কর, তখন সমস্ত দর্শকদের মন তুমি বিচলিত কর।

তাৎপর্য

অসুরেরা সুন্দরী রমণীর সৌন্দর্য দর্শন করার জন্য নানা প্রকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সেই বালিকাটিকে একটি কন্দুক নিয়ে খেলতে দেখেছিল। কখনও কখনও অসুরেরা স্ত্রীদের নিয়ে টেনিস ইত্যাদি খেলার আয়োজন করে। এই আয়োজনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্দরী রমণীদের শারীরিক সৌন্দর্য দর্শন করে সূক্ষ্ম যৌন সুখ উপভোগ করা। কখনও কখনও তথাকথিত যোগীরা জড় সুখভোগের এই আসুরিক যৌন মনোভাব অনুমোদন করে

জনসাধারণকে বিভিন্নভাবে যৌন জীবন উপভোগ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে, আবার সেই সঙ্গে ঘোষণা করে যে, তারা যদি তাদের মনগড়া মন্ত্রের ধ্যান করে, তা হলে ছয় মাসের মধ্যে তারা ভগবান হতে পারবে। জনসাধারণ প্রতারিত হতে চায়, এবং কৃষ্ণ তাই তাদের প্রবঞ্চনা করার জন্য এই সমস্ত প্রতারকদের সৃষ্টি করেন। এই সমস্ত তথাকথিত যোগীরা প্রকৃত পক্ষে যোগীর বেশধারী জড় জগতের ভোক্তা। *ভগবদ্গীতায়* কিন্তু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি তার জীবন উপভোগ করতে চায়, তা হলে এই স্থূল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তা কখনই সম্ভব হবে না। রোগীকে অভিজ্ঞ ডাক্তার উপদেশ দেন, রোগগ্রস্ত অবস্থায় সাধারণ উপভোগ থেকে বিরত থাকতে। রোগী তখন কোন কিছুই উপভোগ করতে পারে না। রোগ মুক্ত হওয়ার জন্য তাকে সমস্ত আমোদ-প্রমোদ এবং সুখভোগ থেকে বিরত থাকতে হয়। তেমনই, জড় জগতে আমাদের বদ্ধ অবস্থা হচ্ছে এক রোগগ্রস্ত অবস্থা। কেউ যদি প্রকৃতই ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই জড় অস্তিত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। চিন্ময় জীবনে অন্তহীনভাবে ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করা যায়। জড় সুখ এবং চিন্ময় আনন্দের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, জড় সুখ সীমিত কিন্তু চিন্ময় আনন্দ অন্তহীন। কোন মানুষ যদি যৌন সুখ উপভোগে লিপ্ত হয়, সেই সুখ সে বেশি ক্ষণ উপভোগ করতে পারে না। কিন্তু যখন যৌন সুখভোগ ত্যাগ করা হয়, তখন চিন্ময় জীবনে প্রবেশ করা যায়, যা হচ্ছে অন্তহীন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/১) উল্লেখ করা হয়েছে যে, *ব্রহ্মসৌখ্য* বা চিন্ময় আনন্দ হচ্ছে অনন্ত। মূর্খ জীবেরা জড় বস্তুর সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে মনে করে যে, এর থেকে যে সুখ পাওয়া যায় তা বাস্তব, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা বাস্তব সুখভোগ নয়।

শ্লোক ৩৬

নৈকত্র তে জয়তি শালিনি পাদপদ্মং
ঘ্নন্ত্যা মুহুঃ করতলেন পতৎপতঙ্গম্ ।
মধ্যং বিষীদতি বৃহৎস্তনভারভীতং
শান্তেব দৃষ্টিরমলা সুশিখাসমূহঃ ॥ ৩৬ ॥

ন—না; একত্র—এক স্থানে; তে—তোমার; জয়তি—স্থিরভাবে অবস্থান করে; শালিনি—হে সুন্দরী রমণী; পাদ-পদ্মম্—চরণ-কমল; ঘ্নন্ত্যাঃ—আঘাত করে; মুহুঃ—বার বার; কর-তলেন—করতলের দ্বারা; পতৎ—লাফাচ্ছে; পতঙ্গম্—কন্দুক;

মধ্যম্—কটি; বিষীদতি—শ্রান্ত হয়; বৃহৎ—পূর্ণ বিকশিত; স্তন—তোমার স্তনের; ভার—ভারের দ্বারা; ভীতম্—ভারাক্রান্ত; শাস্তা ইব—যেন পরিশ্রান্ত হয়েছে; দৃষ্টিঃ—দৃষ্টি; অমলা—স্বচ্ছ; সু—সুন্দর; শিখা—তোমার চুল; সমূহঃ—গুচ্ছ।

অনুবাদ

হে সুন্দরী! তুমি যখন বার বার তোমার করতলের দ্বারা কন্দুকটিকে মাটিতে আঘাত করছ, তখন তোমার চরণ-কমল এক জায়গায় স্থির থাকছে না। তোমার পূর্ণবিকশিত স্তনের ভারে যেন তোমার কটিদেশ শ্রান্ত হয়েছে, এবং তোমার স্বচ্ছ দৃষ্টি মন্থর হয়েছে। আহা, তোমার সুন্দর কেশদাম কি শোভা বিস্তার করছে।

তাৎপর্য

অসুরেরা সেই রমণীর প্রতি পদক্ষেপে সুন্দর অঙ্গভঙ্গি দর্শন করছিল। এখানে তারা তাঁর পূর্ণবিকশিত পয়োধরের, বিক্ষিপ্ত কেশদামের এবং সেই কন্দুক নিয়ে খেলার সময় তাঁর চঞ্চল গতির প্রশংসা করছিল। প্রতি পদক্ষেপে তারা তাঁর রমণীসুলভ সৌন্দর্য উপভোগ করছিল, এবং সেই সৌন্দর্য উপভোগ করার সময়, তাদের মন যৌন বাসনার দ্বারা উত্তেজিত হয়েছিল। পতঙ্গ যেমন রাত্রিবেলায় আগুনের প্রতি ধাবিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তেমনই অসুরেরা সুন্দরী রমণীর কন্দুকসদৃশ স্তন-যুগলের আন্দোলনের শিকার হয়। সুন্দরী রমণীর বিক্ষিপ্ত কেশও কামার্ত অসুরদের হৃদয় জর্জরিত করে।

শ্লোক ৩৭

ইতি সায়ন্তনীং সন্ধ্যামসুরাঃ প্রমদায়তীম্ ।
প্রলোভয়ন্তীং জগৃহুর্মত্বা মূঢ়ধিয়ঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি—এইভাবে; সায়ন্তনীম্—সায়ংকাল ; সন্ধ্যাম্—সন্ধ্যাকে; অসুরাঃ—অসুরেরা; প্রমদায়তীম্—রঙ্গপ্রিয় রমণীর মতো আচরণকারিণী; প্রলোভয়ন্তীম্—প্রলুব্ধ করে; জগৃহুঃ—গ্রহণ করেছিল; মত্বা—মনে করে; মূঢ়-ধিয়ঃ—মূর্খ; স্ত্রিয়ম্—স্ত্রী।

অনুবাদ

মূঢ় বুদ্ধি অসুরেরা এইভাবে সেই সায়ংকাল সন্ধ্যাকে তার মোহময়ীরূপে নিজেকে প্রকাশকারিণী এক সুন্দরী রমণী বলে মনে করেছিল, এবং তারা তাঁকে বলপূর্বক অধিকার করেছিল।

তাৎপর্য

এখানে অসুরদের *মূঢ়ধিয়ঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তারা ঠিক একটি গর্দভের মতো মোহাচ্ছন্ন। অসুরেরা জড় রূপের মিথ্যা সৌন্দর্যের দ্বারা মোহিত হয়ে, তাঁকে আলিঙ্গন করেছিল।

শ্লোক ৩৮

প্রহস্য ভাবগম্ভীরং জিঘ্রন্ত্যাত্মানমাত্মনা ।
কান্ত্যা সসর্জ ভগবান্ গন্ধর্বাপ্সরসাং গণান্ ॥ ৩৮ ॥

প্রহস্য—হেসে; **ভাব-গম্ভীরম্**—গভীর উদ্দেশ্য সহকারে; **জিঘ্রন্ত্যা**—বুঝতে পেরে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **আত্মনা**—নিজে; **কান্ত্যা**—তাঁর সৌন্দর্যের দ্বারা; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **ভগবান্**—পূজনীয় শ্রীব্রহ্মা; **গন্ধর্ব**—স্বর্গলোকের গায়ক; **অপ্সরসাম্**—এবং স্বর্গের নর্তকীদের; **গণান্**—সমূহ।

অনুবাদ

তার পর পূজনীয় ব্রহ্মা গভীর ভাব-ব্যঞ্জক হাস্য সহকারে, যেন তাঁর নিজের সৌন্দর্যকে নিজে উপভোগ করে, গন্ধর্ব এবং অপ্সরাদের সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

উচ্চতর লোকের সঙ্গীতজ্ঞদের বলা হয় গন্ধর্ব, এবং নর্তকীদের বলা হয় অপ্সরা। যক্ষ ও রাক্ষসদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এবং এক সুন্দর রমণীরূপে সন্ধ্যাকে প্রকাশ করে, পরে ব্রহ্মা গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের সৃষ্টি করেছিলেন। যখন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রয়োগ হয়, তখন তা আসুরিক, কিন্তু সেই একই সঙ্গীত ও নৃত্য যখন পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তনে প্রযুক্ত হয়, তখন তা দিব্য, এবং তা পারমার্থিক আনন্দপূর্ণ জীবন দান করে।

শ্লোক ৩৯

বিসসর্জ তনুং তাং বৈ জ্যোৎস্নাং কান্তিমতীং প্রিয়াম্ ।
ত এব চাদদুঃ প্রীত্যা বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ ॥ ৩৯ ॥

বিসসর্জ—ত্যাগ করেছিলেন; তনুম্—রূপ; তাম্—সেই; বৈ—প্রকৃত পক্ষে; জ্যোৎস্নাম্—চন্দ্র-কিরণ; কান্তি-মতীম্—উজ্জ্বল; প্রিয়াম্—প্রিয়া; তে—গন্ধর্বেরা; এব—নিশ্চয়ই; চ—এবং; আদদুঃ—গ্রহণ করেছিলেন; প্রীত্যা—প্রীতি সহকারে; বিশ্বাবসু-পুরঃ-গমাঃ—বিশ্বাবসু প্রমুখ।

অনুবাদ

তারপর ব্রহ্মা সেই কান্তিমতী প্রিয়া জ্যোৎস্নার রূপ পরিত্যাগ করলেন। বিশ্বাবসু প্রমুখ গন্ধর্বেরা তখন তা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

সৃষ্ট্বা ভূতপিশাচাংশ্চ ভগবানাত্মতন্দ্রিণা ।
দিগ্বাসসো মুক্তকেশান্ বীক্ষ্য চামীলয়দ্দৃশৌ ॥ ৪০ ॥

সৃষ্ট্বা—সৃষ্টি করে; ভূত—ভূত; পিশাচান্—পিশাচদের; চ—এবং; ভগবান্—শ্রীব্রহ্মা; আত্ম—তাঁর; তন্দ্রিণা—আলস্য থেকে; দিক্-বাসসঃ—উলঙ্গ; মুক্ত—এলোমেলো; কেশান্—চুল; বীক্ষ্য—দর্শন করে; চ—এবং; অমীলয়ৎ—নিমীলিত করেছিলেন; দৃশৌ—নেত্রদ্বয়।

অনুবাদ

তার পর ভগবান ব্রহ্মা তাঁর আলস্য থেকে ভূত এবং পিশাচদের সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তাদের সকলকে নগ্ন এবং মুক্ত কেশ দেখে, তিনি তাঁর নেত্রদ্বয় নিমীলিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

অনিষ্টকারী ভূত-প্রেত এবং পিশাচেরাও ব্রহ্মার সৃষ্টি; তারা মিথ্যা নয়। তাদের কাজ হচ্ছে বদ্ধ জীবেদের জন্য নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা সৃষ্টি করা। পরমেশ্বর ভগাবানের নির্দেশে ব্রহ্মা তাদেরও সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

জগৃহুস্তদ্বিসৃষ্টাং তাং জৃম্ভণাখ্যাং তনুং প্রভোঃ ।
নিদ্রামিন্দ্রিয়বিক্লেদো যয়া ভূতেষু দৃশ্যতে ।
যেনোচ্ছিষ্টান্ধর্ষয়ন্তি তমুন্মাদং প্রচক্ষতে ॥ ৪১ ॥

জগৃহুঃ—গ্রহণ করেছিল; **তৎ-বিসৃষ্টাম্**—তাঁর পরিত্যক্ত; **তাম্**—সেই; **জৃম্ভণ-আখ্যাম্**—জৃম্ভণ নামক; **তনুম্**—শরীর; **প্রভোঃ**—শ্রীব্রহ্মার; **নিদ্রাম্**—নিদ্রা; **ইন্দ্রিয়-বিক্লেদঃ**—মুখ থেকে লালা পড়া; **যয়া**—যার দ্বারা; **ভূতেষু**—জীবেদের মধ্যে; **দৃশ্যতে**—দেখা যায়; **যেন**—যার দ্বারা; **উচ্ছিষ্টান্**—মল-মূত্রের দ্বারা লিপ্ত; **ধর্ষয়ন্তি**—বিভ্রান্ত করে; **তম্**—তা; **উন্মাদম্**—উন্মাদ; **প্রচক্ষতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

জীবের স্রষ্টা ব্রহ্মা জৃম্ভণরূপ শরীর ত্যাগ করলে, ভূত ও পিশাচেরা সেই শরীর গ্রহণ করল। এইটি লালা ঝরা নিদ্রা নামেও পরিচিত। যে-সমস্ত মানুষ অপবিত্র তাদের ভূত ও পিশাচেরা আক্রমণ করে এবং তাদের সেই আক্রমণকে বলা হয় উন্মাদগ্রস্ত অবস্থা।

তাৎপর্য

অশুদ্ধ অবস্থায় থাকলে উন্মাদ রোগ হয় বা ভূতে পায়। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত থাকে এবং তার মুখ দিয়ে লালা ঝরে পড়ে এবং অশুদ্ধ অবস্থায় থাকে, তখন তার অশুদ্ধ অবস্থার সুযোগ নিয়ে, ভূতেরা তার শরীরকে আক্রমণ করে। অর্থাৎ, নিদ্রিত অবস্থায় যাদের মুখ দিয়ে লালা পড়ে তারা অশুদ্ধ, এবং তাদের ভূতের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে উন্মাদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্লোক ৪২

ঊর্জস্বন্তং মন্যমান আত্মানং ভগবানজঃ ।
সাধ্যান্ গণান্ পিতৃগণান্ পরোক্ষেণাসৃজৎপ্রভুঃ ॥ ৪২ ॥

ঊর্জঃ-বন্তম্—শক্তিতে পূর্ণ; **মন্যমানঃ**—মনে করে; **আত্মানম্**—নিজেকে; **ভগবান্**—পরম পূজ্য; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **সাধ্যান্**—দেবতা ; **গণান্**—সমূহ; **পিতৃ-গণান্**—এবং পিতৃদের; **পরোক্ষেণ**—তাঁর অদৃশ্য রূপ থেকে; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **প্রভুঃ**—জীবেদের প্রভু।

অনুবাদ

জীবস্রষ্টা পূজনীয় ব্রহ্মা নিজেকে বাসনা এবং শক্তিতে পূর্ণ বলে মনে করে, তাঁর অদৃশ্য রূপের নাভি থেকে সাধ্য এবং পিতাদের সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

সাধ্য এবং পিতাগণ হচ্ছেন পরলোকগত আত্মাদের অদৃশ্য রূপ, এবং তাঁরাও ব্রহ্মার সৃষ্টি।

শ্লোক ৪৩

ত আত্মসর্গং তং কায়ং পিতরঃ প্রতিপেদিরে ।
সাধ্যেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ কবয়ো যদ্বিতন্বতে ॥ ৪৩ ॥

তে—তাঁরা; **আত্ম-সর্গম্**—তাঁদের অস্তিত্বের উৎস; **তম্**—সেই; **কায়ম্**—শরীর; **পিতরঃ**—পিতৃগণ; **প্রতিপেদিরে**—গ্রহণ করেছিলেন; **সাধ্যেভ্যঃ**—সাধ্যদের; **চ**—এবং; **পিতৃভ্যঃ**—পিতৃদের; **চ**—ও; **কবয়ঃ**—যারা কর্মকাণ্ডে পণ্ডিত; **যৎ**—যার দ্বারা; **বিতন্বতে**—পিণ্ড দান করে।

অনুবাদ

পিতৃগণ তাঁদের অস্তিত্বের উৎস সেই অদৃশ্য শরীর গ্রহণ করেছিলেন। সেই অদৃশ্য শরীরের মাধ্যমে কর্মমার্গে পণ্ডিত ব্যক্তিরা সাধ্য এবং পিতৃদের (পরলোকগত পূর্বপুরুষদের) শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে পিণ্ড দান করে।

তাৎপর্য

শ্রাদ্ধ হচ্ছে একটি কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠান, যা বেদের অনুগামী ব্যক্তিরা পালন করেন। প্রতি বছর পনের দিনের এক পর্ব আসে, যখন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান-পরায়ণ ব্যক্তিরা পরলোকগত আত্মাদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করেন। তার ফলে পূর্বপুরুষেরা যদি কোন প্রাকৃতিক কারণে জড় সুখভোগের জন্য স্থূল শরীর থেকে বঞ্চিত হয়, তা হলে তাদের বংশধর কর্তৃক প্রদত্ত এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের ফলে, তারা পুনরায় স্থূল দেহ লাভ করতে পারে। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান বা পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে ভগবানের প্রসাদ নিবেদন করার প্রথা ভারতবর্ষে, বিশেষ করে গয়ায় আজও প্রচলিত রয়েছে, যেখানে একটি প্রসিদ্ধ মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ড নিবেদন করা হয়। এইভাবে বংশধরদের ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে, ভগবান কৃপাপূর্বক যে-সমস্ত পতিত পূর্ব পুরুষ স্থূল দেহ লাভে বঞ্চিত হয়েছিল তাদের মুক্ত করেন, এবং পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য তাদের পুনরায় স্থূল দেহ দান করেন।

দুর্ভাগ্যবশত মায়ার বশীভূত হয়ে বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য তার শরীরকে নিয়োজিত করে, এবং সে ভুলে যায় যে, সেই প্রকার কর্মের ফলে, তাকে

পুনরায় এক অদৃশ্য শরীর ধারণ করতে হতে পারে। কিন্তু যাঁরা ভগবদ্ভক্ত, তাঁদের এই প্রকার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করতে হয় না, কেননা তাঁরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করছেন; তাই তাঁদের পূর্ব পুরুষেরা যদি কোন অসুবিধায় পড়েও থাকে, তা হলেও তারা আপনা থেকেই উদ্ধার লাভ করবে। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে প্রহ্লাদ মহারাজ। প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবান নৃসিংহদেবকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর পাপী পিতাকে উদ্ধার করার জন্য, যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বহু অপরাধ করেছিলেন। ভগবান তখন উত্তর দিয়েছিলেন যে, যেই বংশে প্রহ্লাদের মতো বৈষ্ণবের জন্ম হয়, সেই বংশে কেবল তাঁর পিতাই নন, তাঁর পিতার পিতা এবং তাঁরও পিতা—এইভাবে চোদ্দ পুরুষ আপনা থেকেই মুক্ত হয়ে যাবে। অতএব, সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে পরিবার, সমাজ এবং সমস্ত জীবের জন্য সমস্ত উপকারের সমষ্টি। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃততে* গ্রন্থকার বলেছেন যে, কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি কোন রকম কর্ম-মার্গের অনুষ্ঠান করেন না, কেননা তিনি জানেন যে, পূর্ণ ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে, আপনা থেকেই সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হয়ে যায়।

শ্লোক ৪৪

সিদ্ধান্ বিদ্যাধরাংশ্চৈব তিরোধানেন সোঽসৃজৎ ।
তেভ্যোঽদদাত্তমাত্মানমন্তর্ধানাখ্যমদ্ভুতম্ ॥ ৪৪ ॥

সিদ্ধান্—সিদ্ধগণ; **বিদ্যাধরান্**—বিদ্যাধরগণ; **চ এব**—এবং; **তিরোধানেন**—অদৃশ্য থাকার ক্ষমতা দ্বারা; **সঃ**—শ্রীব্রহ্মা; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **তেভ্যঃ**—তাদের; **অদদাৎ**—দিয়েছিলেন; **তম্-আত্মানম্**—তাদের সেই রূপ; **অন্তর্ধান-আখ্যম্**—অন্তর্ধান নামক; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক।

অনুবাদ

তার পর ব্রহ্মা তাঁর অদৃশ্য থাকার ক্ষমতা দ্বারা সিদ্ধ এবং বিদ্যাধরদের সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তাঁদের 'অন্তর্ধান' নামক অতি অদ্ভুত দেহ প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

অন্তর্ধান মানে হচ্ছে সেই সমস্ত জীবেদের উপস্থিতি অনুভব করা গেলেও, চোখ দিয়ে তাদের দেখা যায় না।

শ্লোক ৪৫

স কিন্নরান্ কিম্পুরুষান্ প্রত্যাত্ম্যেনাসৃজৎপ্রভুঃ ।
মানয়ন্নাত্মনাত্মানমাত্মাভাসং বিলোকয়ন্ ॥ ৪৫ ॥

সঃ—শ্রীব্রহ্মা; কিন্নরান্—কিন্নরদের; কিম্পুরুষান্—কিম্পুরুষদের; প্রত্যাত্ম্যেন—(জলে) তার প্রতিবিম্ব থেকে; অসৃজৎ—সৃষ্টি করেছিলেন; প্রভুঃ—জীবেদের প্রভু (ব্রহ্মা); মানয়ন্—প্রশংসা করে; আত্মনা আত্মানম্—নিজেকে নিজের দ্বারা; আত্ম-আভাসম্—তাঁর প্রতিবিম্ব; বিলোকয়ন্—দর্শন করে।

অনুবাদ

এক দিন জীব স্রষ্টা ব্রহ্মা জলে তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করেছিলেন, এবং নিজেই নিজের প্রশংসা করে, সেই প্রতিবিম্ব থেকে কিম্পুরুষ এবং কিন্নরদের সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

তে তু তজ্জগৃহূ রূপং ত্যক্তং যৎপরমেষ্ঠিনা ।
মিথুনীভূয় গায়ন্তস্তমেবোষসি কর্মভিঃ ॥ ৪৬ ॥

তে—তারা (কিন্নর এবং কিম্পুরুষেরা); তু—কিন্তু; তৎ—সেই; জগৃহুঃ—গ্রহণ করেছিল; রূপম্—সেই প্রতিবিম্বিত রূপ; ত্যক্তম্—ত্যাগ করেছিলেন; যৎ—যা; পরমেষ্ঠিনা—ব্রহ্মার দ্বারা; মিথুনী-ভূয়—তাদের পত্নীগণ সহ; গায়ন্তঃ—স্তব করে; তম্—তাকে; এব—কেবল; উষসি—উষাকালে; কর্মভিঃ—তাঁর কার্যকলাপ সহ।

অনুবাদ

কিম্পুরুষ এবং কিন্নরেরা ব্রহ্মার পরিত্যক্ত সেই প্রতিবিম্বিত রূপটি গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁরা তাঁদের পত্নীগণ সহ প্রতিদিন উষাকালে তাঁর কার্যকলাপের বর্ণনা করে তাঁর গুণগান করেন।

তাৎপর্য

সূর্যোদয়ের দেড় ঘণ্টা পূর্বে প্রাতঃকালকে বলা হয় *ব্রাহ্ম-মুহূর্ত* । এই ব্রাহ্ম-মুহূর্তে পারমার্থিক কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাতঃকালে আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠানের ফল দিনের অন্য যে-কোন সময়ে অনুষ্ঠিত পারমার্থিক কার্যকলাপের ফল থেকে অনেক বেশি।

শ্লোক ৪৭

দেহেন বৈ ভোগবতা শয়ানো বহুচিন্তয়া ।
সর্গেঽনুপচিতে ক্রোধাদুৎসসর্জ হ তদ্বপুঃ ॥ ৪৭ ॥

দেহেন—তাঁর দেহের দ্বারা; বৈ—যথার্থই; ভোগবতা—পূর্ণরূপে প্রসারণ করে; শয়ানঃ—শয়ন করেছিলেন; বহু—অত্যন্ত; চিন্তয়া—চিন্তিত হয়ে; সর্গে—সৃষ্টি; অনুপচিতে—বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হওয়ায়; ক্রোধাৎ—ক্রোধবশত; উৎসসর্জ—ত্যাগ করেছিলেন; হ—প্রকৃতই; তৎ—সেই; বপুঃ—শরীর।

অনুবাদ

এক সময় ব্রহ্মা তাঁর দেহ পূর্ণ মাত্রায় প্রসারণ করে শয়ন করেছিলেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকার্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে না দেখে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়েছিলেন, এবং ক্রোধবশত তিনি তখন তাঁর সেই শরীরও পরিত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

যেঽহীয়ন্তামুতঃ কেশা অহয়স্তেঽঙ্গ জজ্ঞিরে ।
সর্পাঃ প্রসর্পতঃ ক্রূরা নাগা ভোগোরুকন্ধরাঃ ॥ ৪৮ ॥

যে—যে; অহীয়ন্ত—পতিত হয়েছিল; অমুতঃ—তা থেকে; কেশাঃ—কেশ; অহয়ঃ—সর্পগণ; তে—তারা; অঙ্গ—হে বিদুর; জজ্ঞিরে—জন্ম গ্রহণ করেছিল; সর্পাঃ—সর্পগণ; প্রসর্পতঃ—সর্পিল শরীর থেকে; ক্রূরাঃ—ঈর্ষা পরায়ণ; নাগাঃ—কাল নাগ; ভোগ—ফণা; উরু—বিশাল; কন্ধরাঃ—কাঁধ।

অনুবাদ

হে প্রিয় বিদুর! ব্রহ্মার সেই শরীরের কেশ চ্যুত হয়ে সর্পে রূপান্তরিত হল, এবং হস্ত-পদাদি সঙ্কুচিত হয়ে সেই দেহ যখন সর্পিল গতিতে গমন করছিল, তখন বিস্তৃত ফণা-বিশিষ্ট অত্যন্ত হিংস্র নাগদের সৃষ্টি হয়েছিল।

শ্লোক ৪৯

স আত্মানং মন্যমানঃ কৃতকৃত্যমিবাত্মভূঃ ।
তদা মনূন্ সসর্জান্তে মনসা লোকভাবনান্ ॥ ৪৯ ॥

সঃ—শ্রীব্রহ্মা; আত্মানম্—নিজেকে; মন্যমানঃ—বিবেচনা করে; কৃত-কৃত্যম্—জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য; ইব—যেন; আত্ম-ভূঃ—পরমেশ্বর ভগবান থেকে যাঁর জন্ম হয়েছিল; তদা—তখন; মনূন্—মনুদের; সসর্জ—সৃষ্টি করেছিলেন; অন্তে—অবশেষে; মনসা—তাঁর মন থেকে; লোক—জগতের; ভাবনান্—কল্যাণকারী।

অনুবাদ

এক দিন প্রথম সৃষ্ট জীব স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলে মনে করে, তাঁর মনের দ্বারা সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধনকারী মনুদের সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৫০

তেভ্যঃ সোঽসৃজৎস্বীয়ং পুরং পুরুষমাত্মবান্ ।
তান্ দৃষ্ট্বা যে পুরা সৃষ্টাঃ প্রশশংসুঃ প্রজাপতিম্ ॥ ৫০ ॥

তেভ্যঃ—তাঁদের; সঃ—শ্রীব্রহ্মা; অসৃজৎ—প্রদান করেছিলেন; স্বীয়ম্—তার নিজের; পুরম্—শরীর; পুরুষম্—মানুষ; আত্ম-বান্—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ; তান্—তাঁদের; দৃষ্ট্বা—দেখে; যে—যাঁরা; পুরা—পূর্বে; সৃষ্টাঃ—সৃষ্টি হয়েছিল (দেবতা, গন্ধর্ব, প্রভৃতি, যাঁদের সৃষ্টি পূর্বে হয়েছিল); প্রশশংসুঃ—প্রশংসা করেছিলেন; প্রজাপতিম্—ব্রহ্মাকে (সৃষ্ট জীবেদের প্রভু)।

অনুবাদ

আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ স্রষ্টা ব্রহ্মা মানুষদের তাঁর স্বীয় রূপ দান করেছিলেন। মনুদের দর্শন করে, দেবতা গন্ধর্ব আদি পূর্বে যাঁদের সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁরা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রশংসা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৫১

অহো এতজ্জগৎস্রষ্টঃ সুকৃতং বত তে কৃতম্ ।
প্রতিষ্ঠিতাঃ ক্রিয়া যস্মিন্ সাকমন্নমদামহে ॥ ৫১ ॥

অহো—আহা; এতৎ—এই; জগৎ-স্রষ্টঃ—হে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা; সু-কৃতম্—উত্তম কার্য করেছেন; বত—বস্তুত; তে—আপনার দ্বারা; কৃতম্—উৎপন্ন; প্রতিষ্ঠিতাঃ—

প্রকৃষ্টরূপে অবস্থিত; ক্রিয়াঃ—কর্মসমূহের অনুষ্ঠান; যস্মিন্—যাতে; সাকম্—এর সঙ্গে; অন্নম্—যজ্ঞভাগ; অদাম—আমরা নিজেদের ভাগ গ্রহণ করব; হে—হে।

অনুবাদ

তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন—হে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা! আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আপনি যা সৃষ্টি করেছেন তা অতি উত্তম। যেহেতু এই কর্মসমূহ মনুষ্য-জীবনে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই আমরা সকলে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতে সক্ষম হব।

তাৎপর্য

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ভগবদ্গীতাতেও উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের দশম শ্লোকে ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন যে, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা যজ্ঞ সহ মনুদের সৃষ্টি করে, তাঁদের আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—"এই যজ্ঞ-বিধি অনুষ্ঠান কর, এবং তার ফলে ধীরে ধীরে তোমরা আত্ম-উপলব্ধির আদর্শ স্তরে উন্নীত হবে এবং সেই সঙ্গে জড়জাগতিক সুখও ভোগ করবে।" ব্রহ্মার সৃষ্ট সমস্ত জীবেরা হচ্ছে বদ্ধ জীব, এবং জড় জগতের উপর আধিপত্য করার স্বাভাবিক প্রবণতা তাদের রয়েছে। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধীরে ধীরে জীবকে পারমার্থিক উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করা। এই ব্রহ্মাণ্ডে সেইটি হচ্ছে জীবনের শুরু। তবে, এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট না করলে, অথবা কৃষ্ণ-ভাবনায় ভাবিত না হলে, কেউই জড়-জাগতিক সুখভোগের ব্যাপারে অথবা পারমার্থিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে সুখী হতে পারে না।

শ্লোক ৫২

তপসা বিদ্যয়া যুক্তো যোগেন সুসমাধিনা ।
ঋষীনৃষিহৃষীকেশঃ সসর্জাভিমতাঃ প্রজাঃ ॥ ৫২ ॥

তপসা—তপস্যার দ্বারা; বিদ্যয়া—উপাসনার দ্বারা; যুক্তঃ—যুক্ত হয়ে; যোগেন—ভক্তিযোগের দ্বারা মনকে একাগ্র করার দ্বারা; সু-সমাধিনা—সুন্দর ধ্যানের দ্বারা; ঋষীন্—ঋষিগণ; ঋষিঃ—প্রথম তত্ত্বদ্রষ্টা (ব্রহ্মা); হৃষীকেশঃ—ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর; সসর্জ—সৃষ্টি করেছিলেন; অভিমতাঃ—প্রিয়; প্রজাঃ—পুত্রগণ।

অনুবাদ

তপস্যা, উপাসনা, ধ্যান এবং ভক্তিযুক্ত সমাধির দ্বারা তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত করে, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাঁর প্রিয় পুত্ররূপে ঋষিদের সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়-জাগতিক অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন; অর্থাৎ, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলনের জন্য দেহকে সুস্থ এবং সক্ষম রাখা। কিন্তু প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভের জন্য অন্যান্য যোগ্যতার প্রয়োজন। যা অপরিহার্য তা হচ্ছে বিদ্যা বা ভগবানের আরাধনা। কখনও কখনও মনের একাগ্রতা সম্পাদনে সহায়ক যে বিভিন্ন দৈহিক ব্যায়াম রয়েছে, সেইগুলিকে যোগ বলে মনে করা হয়। সাধারণত, অল্পজ্ঞ মানুষেরা দৈহিক বিভিন্ন আসনকে যোগের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই সমস্ত আসনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে পরমাত্মার ধ্যানে একাগ্রীভূত করা। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য মানুষদের সৃষ্টি করার পর, ব্রহ্মা পারমার্থিক উপলব্ধির আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঋষিদের সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৫৩

তেভ্যশ্চৈকৈকশঃ স্বস্য দেহস্যাংশমদাদজঃ ।
যত্তৎসমাধিযোগর্দ্ধিতপোবিদ্যাবিরক্তিমৎ ॥ ৫৩ ॥

তেভ্যঃ—তাঁদের; **চ**—এবং; **একৈকশঃ**—প্রত্যেককে; **স্বস্য**—তাঁর নিজের; **দেহস্য**—দেহের; **অংশম্**—অংশ; **অদাৎ**—দিয়েছিলেন; **অজঃ**—জন্ম-রহিত ব্রহ্মা; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **সমাধি**—গভীর ধ্যান; **যোগ**—মনের একাগ্রতা; **ঋদ্ধি**—অলৌকিক শক্তি; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **বিদ্যা**—জ্ঞান; **বিরক্তি**—বৈরাগ্য; **মৎ**—সমন্বিত।

অনুবাদ

ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা অজ ব্রহ্মা তাঁর প্রত্যেক পুত্রকে তাঁর দেহের এক-একটি অংশ দান করেছিলেন, যা গভীর ধ্যান, মনের সমাধি, অলৌকিক শক্তি, তপশ্চর্যা, ঋদ্ধি এবং বৈরাগ্যযুক্ত ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বিরক্তিমৎ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বৈরাগ্যযুক্ত'। জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত বিষয়ীরা কখনও পারমার্থিক তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। যারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত তাদের পক্ষে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা জড় বিষয় এবং জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা কখনও যোগ-সমাধি বা কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হতে পারে না। যারা বলে যে, এই জীবনে জড় সুখ উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করা যায়, তাদের সেই মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বৈরাগ্যের তত্ত্ব হচ্ছে চারটি—(১) অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন, (২) আমিষ আহার বর্জন, (৩) মাদক দ্রব্য বর্জন এবং (৪) দ্যূত ক্রীড়া বর্জন। এই চারটি অনুষ্ঠানকে বলা হয় তপস্যা। মনকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন করাই হচ্ছে পারমার্থিক উপলব্ধির পন্থা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'মৈত্রেয়-বিদুর সংবাদ' নামক বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।